"ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই পদভরে ভূপৃষ্ঠে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৭)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ (لقمان: ١٨)

"লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না আর যমীনের ওপর অহংকার করে চলা-ফেরা করো না। আল্লাহ্ কোন আত্ম অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লুক্‌মান ঃ ১৮)

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ....: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ (القصص: ٧٦)

"কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু সে তাদের প্রতি যুলুম করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম ধন-ভাণ্ডার। যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না। আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন, তা দ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে তুমি বিপর্যয় করো না। তুমি সদাশয় হও। যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয়। এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না। সে বলল ঃ এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানত না, আল্লাহ্ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠিকে। যারা তার চাইতে শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? অপরাধীদের তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। কারূণ তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল জাকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল ঃ যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল, তারা বলল ঃ 'ধিক তোমাদের, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীল ছাড়া তা কেউ পাবে না। এরপর আমি কারূরকে ও তা প্রাসাদকে ভূগর্ভে তলিয়ে দিলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহ্‌র শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষার সক্ষম ছিল না।" (সূরা কাসাস ঃ ৭৬ - ৮১)

٦١٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ، قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একজন বলল ঃ কোন কোন লোক চায় তার কাপড়টা সুন্দর হোক, জুতাটা আকর্ষনীয় হোক, (এটাও কি খারাপ)? তিনি বললেন] মহান আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পসন্দ করেন। (এটা অহংকারের অন্তর্গত নয়) অহংকার হল, গর্ব করে সত্যকে অস্বীকার করা ও লোকদের হেয় জ্ঞান করা। (মুসলিম)

٦١٣- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِيَمِيْنِكَ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيْعُ ! قَالَ : لاَ اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬১৩. হযরত সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বাম হাতে (খানা) খেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ডান হাতে খাও। সে বলল ঃ আমি তো খেতে পারছি না। তিনি বললেন ঃ তুমি যেন না-ই পার। অহংকারই তার হুকুম তামিলের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, তার পরিণাম এই দাঁড়িয়েছিল যে, সে আর মুখ পর্যন্ত হাত তুলতে পারেনি। (মুসলিম)

٦١٤- وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৬১৪. হযরত হারিসা ইব্‌ন ওহব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "আমি কি তোমাদের দোযখীদের বিষয়ে জানাব না? তারা হল ঃ প্রত্যেক অহংকারী, সীমালংঘনকারী, বদবখ্‌ত ও উদ্ধত লোক।" (বুখারী ও মুসলিম)

٦١٥- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ : فِيَّ الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِيْنُهُمْ فَقَضَى اللّٰهُ بَيْنَهُمَا : إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِيْ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬১৫. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে (একবার) তর্ক হল। দোযখ বলল ঃ অহংকারী ও উদ্ধত যারা, তারাই আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জান্নাত বলল ঃ আমার মধ্যে

আসবে ঐ সব লোক, যারা দুর্বল ও মিস্‌কীন অসহায়। আল্লাহ উভয়ের মাঝে ফায়সালা করে দিলেন। (এবং বললেন), জান্নাত, তুমি আমার রহমত। যে বান্দার প্রতি রহম করার ইচ্ছা হবে, তোমার সাহায্যে আমি তার প্রতি রহম করব। আর জাহান্নাম, তুমি হচ্ছো আমার আযাব ও শাস্তি। যাকে ইচ্ছা করব, তোমার দ্বারা আমি তাকে শাস্তি দেব। বলাবাহুল্য, তোমাদের উভয়কে পূর্ণ করার আমার দায়িত্ব। (মুসলিম)

٦١٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬১৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ ঐ লোকের প্রতি ফিরে তাকাবেন না, যে অহংকারবশত তার লুঙ্গি ঝুলিয়ে দিয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)

٦١٧- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬১৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না, তাদের পবিত্রও করবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেনও না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তারা হল ঃ ১. বৃদ্ধ যিনাকারী, ২. মিথ্যাবাদী বাদশাহ (শাসক) ও ৩. অহংকারী দরিদ্র। (মুসলিম)

٦١٨- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَلْعِزُّ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

১১৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সম্মানিত মহান আল্লাহ বলেন ঃ ইজ্জত ও মাহাত্ম হচ্ছে আমার ভূষণ। অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার চাদর। যে এ দু'টির কোন একটিতেও আমার সাথে সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে তাকে আমি শাস্তি দিব। (মুসলিম)

٦١٩- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ إِذْ خَسَفَ اللّٰهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (অতীত কালের) কোন এক লোক মূল্যবান পোষাক পরে হেঁটে যাচ্ছিল। এতে সে নিজেকে খুবই আনন্দিত ও গর্বিত অনুভব করছিল। মাথায় (বা চুলে) সিঁথি কেটেও চাল চলনে অহংকারীভাব প্রকাশ করে চলছিল। হঠাৎ তাকে মাটির নিচে দাবিয়ে দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের নিচে তলিয়ে যেতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٢٠- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "لاَيَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتّٰى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيْبُهُ مَا أَصَابَهُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৬২০. হযরত সালামা ইব্‌ন আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন লোক সর্বদাই নিজেকে লোকদের থেকে দূরে রাখতে থাকে এবং অহংকার করতে থাকে। অবশেষে তার নাম অহংকারী ও উদ্ধতদের সাথে লিখে দেয়া হয়। এরপর তার ওপর ঐ মুসিবতই পতিত হয়, যা অহংকারী ও উদ্ধত লোকদের প্রতি পতিত হয়ে থাকে। (তিরমিযী)

بَابُ حُسْنُ الْخُلُقِ

অনুচ্ছেদ ঃ হুস্‌নে খুলুক- সচ্চরিত্র সম্পর্কে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (ن : ٤)

"নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা নূন ঃ ৪)

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ الآيَةَ (آل عمران : ١٣٤)

"তাদের বৈশিষ্ট হল, তারা রাগকে দমন করে থাকে এবং লোকদের প্রতি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে থাকে"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

٦٢١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬২১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানব জাতির মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।" (বুখারী ও মুসলিম)

٦٢٢- وَعَنْهُ قَالَ مَا مَسِسْتُ دِيْبَاجًا وَلاَ حَرِيْرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، وَلاَ شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ ، فَمَا قَالَ لِي قَطُّ : أُفٍّ وَلاَ قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ : لِمَ فَعَلْتَهُ ؟ وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ : أَلاَ فَعَلْتَ كَذَا ؟ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬২২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. কোন পশমী ও রেশমী কাপড়কেও

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতের তালুর চাইতে অধিকতর নরম ও মোলায়েম অনুভব করিনি। কোন সুগন্ধিকেও আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর (শরীরের) সুগন্ধির চাইতে অধিকতর সুগন্ধিময় পাইনি। (আনাস (রা) বলেন) ঃ আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেমদত করেছি। কিন্তু কখনো তিনি আমার প্রতি উহ্ শব্দও (ব্যবহার বা) উচ্চারণ করেননি। আমার কৃত কোন কাজের জন্য বলেননি যে, কেন তুমি এটা করলে? আর কোন কাজ না করার জন্যও বলেননি ঃ কেন তুমি করলে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٢٣- وَعَنْ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَهْدَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأى مَا فِيْ وَجْهِي قَالَ : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬২৩. হযরত সা'ব ইব্‌ন জাসসামাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি একটি জংলী গাধা হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছিলাম। তিনি সেটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি যখন আমার চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ লক্ষ্য করলেন, তখন বললেন ঃ দেখ, আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় রয়েছি বলেই গাধাটি ফেরত দিয়েছি।(বুখারী মুসলিম)

٦٢٤- وَعَنْ النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ : اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬২৪. হযরত নওয়াস ইব্‌ন সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নেকী ও গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ "নেকি হচ্ছে উত্তম চরিত্র। আর গুনাহ হচ্ছে, যা তোমার অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং অন্যে জেনে ফেলুক, এটা তোমার নিকট খারাপ লাগে।" (মুসলিম)

٦٢٥- وَعَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بنِ عَمْرُو بنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُوْلُ : إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلاَقًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতিগতভাবে অশ্লীলতা পছন্দ করতেন না এবং তিনি অশ্লীল ভাষীও ছিলেন না। তিনি বলতেন ঃ "তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম লোক তারাই, যাদের চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট"। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٢٦- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ ، وَإِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৬২৬. হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামাতের দিন মু'মিন বান্দার আমলনামায় সচ্চরিত্রের চাইতে অধিকতর ভারী আর কোন আমলই হবে না। বস্তত মহান আল্লাহ অশ্লীল ভাষী নিরর্থক বাক্য ব্যয়কারীর সাথে দুশমনী রাখেন"। (তিরমিযী)

٦٢٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ " تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৬২৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন জিনিস লোকদের সর্বাধিক পরিমাণ জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেছিলেন ঃ তাক্ওয়া বা আল্লাহ ভীতি ও সচ্চরিত্র। তাকে আরো প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন জিনিস লোকদের সর্বাধিক পরিমাণে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেছিলেন ঃ মুখ ও লজ্জাস্থান। (তিরমিযী)

٦٢٨- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৬২৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "ঈমানের দিকে থেকে সর্বাধিক কামিল মু'মিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক তারা যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে।" (তিরমিযী)

٦٢٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৬২৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি শুনেছি। তিনি বলতেন ঃ "মু'মিন তার সুন্দর স্বভাব ও সচ্চরিত্র দ্বারা দিনে রোযা পালনকারী ও রাতজেগে ইবাদতকারীর মর্যাদা হাসিল করতে পারে।" (আবু দাউদ)

٦٣٠- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ ، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ ، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبَيْتٍ فِيْ أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ -

৬৩০. হযরত আবু উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এমন লোকের জন্য জান্নাতের পাশ্ববর্তী এক ঘরের যামিন যে হকর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেও রিয়াকারী ও প্রদর্শনীমূলক কাজ পরিত্যাগ করে। আর আমি এমন এক লোকের জন্য জান্নাতের মধ্যকার ঘরেরও যামিন যে ঠাট্টাচ্ছলে হলেও মিথ্যাও মিথ্যাচারকে পরিহার করে। আর আমি জান্নাতের শীর্ষস্থানে অবস্থিত একটি ঘরের যামিন এমন এক লোকের যার চরিত্র সবচে ভাল। এ হাদীসটি সহীহ। আবূ দাউদ এটিকে সহীহ সনদে রিওয়ায়েত করেছেন।

٦٣١- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكَ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ ؟ قَالَ : الْمُتَكَبِّرُوْنَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৬৩১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন তোমাদের মধ্যে থেকে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও মজলিসের দিক খেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে ভাল। অপর দিকে কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্য থেকে আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও আমার থেকে সবচেয়ে বেশী দূরবর্তী হবে সেই লোক যারা দ্বিধাসহকারে কথা বলে, কথার দ্বারা অহংকার প্রকাশ করে এবং যারা মুতাফাইহিকুন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! দ্বিধা সহকারে বাক্যালাপকারী ও কথার মাধ্যমে অহংকার প্রকাশকারী অর্থতো বুঝলাম। কিন্তু 'মুতাফাইহিকুন"-এর অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ এর অর্থ অহংকারী ব্যক্তি। (তিরমিযী)

بَابُ الْحِلْمِ وَالْأَنَاةِ وَالرِّفْقِ
অনুচ্ছেদ ঃ সহনশীলতা, ধীর-স্থিরতা ও কোমলতা

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (آل عمران : ١٣٤)

"তাদের বৈশিষ্ট হল, তারা রাগকে হযম করে এবং লোকদের সাথে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে চলে, আল্লাহ এ ধরনের সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ (الاعراف : ١٩٩)

"হে নবী নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করুন। ন্যায়সংগত কাজের উপদেশ দান করতে থাকুন। এবং মুর্খ লোকদের এড়িয়ে চলুন।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৯৯)

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ. فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ (حم السجدة ٣٤)

"ভালো ও মন্দ সমান নয়। তুমি ভালোর দ্বারা মন্দকে প্রতিরোধ কর। অবশেষে তোমার ও অন্যের মধ্যে যে শত্রুতা ছিল তা এমন হয়ে যাবে যেন (সে তোমার) পরম বন্ধু। আর এমন সুফল তারই ভাগ্যে জোটে যে বিশেষ ধৈর্য ও সহনশীল চরিত্রের অধিকারী এবং যে বিরাট সৌভাগ্যশালী।" (সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা ঃ ৩৪-৩৫)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ (الشورى : ٤٣)

"অবশ্য যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে এবং ক্ষমা করবে, নিঃসন্দেহে এটা বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম।" (সূরা শূরা ঃ ৪৩)

٦٣٢– وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৬৩২. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশাজ্জে আবদুল কায়েসকে বলেছিলেন ঃ তোমার মধ্যে এমন দু'টি গুণ বা অভ্যাস রয়েছে যা স্বয়ং আল্লাহও পসন্দ করেন ও ভালবাসেন। একটি হল, ধৈর্য ও সহনশীলতা, অপরটি হল ধীর-স্থিরতা। (মুসলিম)

٦٣٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْأَمْرِ كُلِّهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৩৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ নিজে কোমল ও মেহেরবান। তিনি প্রত্যেক কাজে তাই কোমলতা ও সহানুভূতিশীল নীতি পসন্দ করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

٦٣٤- وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَالاَ يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا يُعْطِىْ عَلَى مَا سِوَاهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৬৩৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "মহান আল্লাহ নিজে কোমলও সহানুভূতিশীল। তিনি কোমলতা ও সহানুভূতিশীলতাকে ভালবাসেন। তিনি কোমলতার দ্বারা ঐ জিনিস দান করেন যা কঠোরতার দ্বারা দেন না। তথা কোমলতা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারাই তিনি তা দেন না।" (মুসলিম)

٦٣٥- وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ ، وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৩৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে জিনিসে কোমলতা থাকে, কোমলতা সেটিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে দেয়। আর যে জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেয়া হল সেটাই দোষও ত্রুটিযুক্ত হয় যায়।" (মুসলিম)

٦٣٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَالَ أَعْرَابِىٌّ فِى الْمَسْجِدِ فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوْا فِيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : دَعُوْهُ وَأَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৬৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক গ্রামবাসী মসজিদে পেশাব করে দিল। তখন লোকেরা তাকে শায়েস্তা করার জন্য উঠে দাঁড়াল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ছাড় তাকে। আর তার পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদের সহজ নীতি (ও ব্যবহার) এর ধারক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। কঠোর নীতির ধারক হিসেবে নয়। (বুখারী)

٦٣٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৩৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা সহজ নীতি ও আচরণ অবলম্বন কর। কঠোর নীতি অবলম্বন করো না। সুসংবাদ শোনাতে থাক। পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।" (বুখারী ও মুসলিম)

٦٣٨– وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৩৮. হযরত জারির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন ঃ "যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সব রকমের কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে।" (মুসলিম)

٦٣٩– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِيْ قَالَ : لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَ تَغْضَبْ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬৩৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল ঃ আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ "রাগ করো না। লোকটি কথাটিকে কয়েকবার বলল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার বললেন ঃ রাগ করো না।" (বুখারী)

٦٤٠– وَعَنْ أَبِيْ يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৪০. হযরত আবু ইয়ালা শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের বেলায়ই ইহসান কোমলতা ও দয়াকে ফরয বা অবশ্য করণীয় করে দিয়েছেন। তোমরা যখন কোন প্রাণীকে হত্যা করবে, উত্তমভাবে হত্যা করতে। যখন কোন প্রাণীকে যবেহ করবে উত্তমভাবে যবেহ করবে। তার তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার ছুরিকে শানিত করে নেয় এবং যবিহা (প্রাণী) কে আরাম দেয়। (মুসলিম)

٦٤١– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ تَعَالَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৪১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখনই দু'টি বিষয়ে যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে ইখ্‌তিয়ার দেয়া হত তিনি সর্বদাই অপেক্ষাকৃত সহজটিকে গ্রহণ করতেন যদি না তা গুনাহ বা খারপ হত। আর যদি তা গুনাহ বা খারাপ কিছু হত তার থেকে তিনিই সকলের চাইতে বেশি দূরে অবস্থানকারী হতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে আল্লাহর বিধান লংঘিত হলে, তিনি শুধু মহান আল্লাহরই প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٤٢- وَعَنْ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلاَّ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِأَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ ؟ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ لِيِّنٍ سَهْلٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৬৪২. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি জানাব না কোন লোক দোযখের আগুনের জন্য হারাম অথবা (বলেছেন) কার জন্য দোযখের আগুন হারাম? (তাহলে শোন) ঃ দোযখের আগুন প্রত্যেকে ব্যক্তির জন্য হারাম যে লোকদের নিকটে বা তাদের সাথে মিলেমিশে থাকে। যে কোমলমতি, নরম মেযাজ ও বিনম্র স্বভাব বিশিষ্ট। (তিরমিযী)

بَابُ الْعَفْوِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষমা করে দেয়া ও অজ্ঞ-মূর্খদের সযত্নে এড়িয়ে চলা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ (الاعراف : ١٩٩)

“হে নবী, নম্রতা ও ক্ষমতাশীলতার নীতি অবলম্বন করুন। সৎ কাজের উপদেশ দান করতে থাকুন এবং মুর্খ লোকদের এড়িয়ে চলুন।” (সূরা আরাফ ঃ ১৯৯)

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ (الحجر : ٨٥)

হে নবী, আপনি তাদের উত্তমভাবে ক্ষমা করে দিন। (সূরা হিজর ঃ ৮৫)

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا أَلاَ تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ (النور: ٢٢)

“তারা যেন ওদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা নূর ঃ ২২)

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (اٰل عمران: ١٣٤)

“তারা লোকদের ক্ষমা দিয়ে থাকে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।” (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشورى: ٤٣)

"যে লোক ধৈর্যধারণ করবে ও ক্ষমা করবে, নিঃসন্দেহে এটা বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম।"(সূরা শূরা ঃ ৪৩)

٦٤٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ قَالَ : لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ،إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِيْ عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِيْ إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُوْمٌ عَلَى وَجْهِيْ ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَبْتُ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِيْ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيْهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَادَانِيْ فَقَالَ : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ فَنَادَانِيْ مَلَكَ الْجِبَالَ ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَأَنَا مَلَكَ الْجِبَالَ ، وَقَدْ بَعَثَنِيْ رَبِّيْ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِيْ بِأَمْرِكَ ، فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَطْبَقْتَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنَ :فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَرْجُوْا أَنْ يَخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَايُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৪৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (একবার) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, উহুদের যুদ্ধের দিনের চাইতেও বেশি কঠিন কোন দিন কি আপনার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি তোমাদের জাতির কাছ থেকে এমন আচরণেরও সম্মুখীন হয়েছি যা উহুদের দিনের চাইতেও অধিকতর কঠিন ছিল। তা হচ্ছে আকাবার দিন। আর আকাবার দিনের বিপদ ঝঞ্জা ছিল এই রকম ঃ যখন আমি (তাওহীদের বাণী পেশ করার উদ্দেশ্যে) ইবন আব্দ্ ইয়া লাইল ইবন আব্দ্ কুলালের নিকট নিজেকে পেশ করলাম, আমি যা চেয়েছিলাম, সে তার কোন জওবাব দিল না। আমি তাই সেখান থেকে চিন্তাক্লিষ্ট মন নিয়ে চললাম। এমনকি কারণে সা'আলিব নামক স্থানে পৌঁছার আগ পর্যন্ত আমার সংগাই ফেরেনি। যখন আমার সংগা ফিরে এল, আমি মাথা তুললাল। দেখলাম, এক খণ্ড মেঘ আমার ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে। তাতে আমি জিব্রীল আলাইহিস্ সালামকে দেখতে পেলাম। জিব্রীল (আ.) আমাকে ডেকে বললেন, মহান আল্লাহ আপনার কাওমের কথা ও আপনাকে তারা যে জবাব দিয়েছে তা শুনতে পেয়েছেন। মহান আল্লাহ আপনার নিকট

ফিরিশ্‌তাকে পাঠিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে আপনি তাকে যেরূপ ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন। (সে তা-ই পালন করবে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এরপর পাহাড়ের ফিরিশতা আমাকে আহবান করল এবং আমাকে সালাম দিয়ে বলল ঃ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ আপনার সাথে আপনার কাওমের কথাবার্তা শুনেত পেয়েছেন। আমি হচ্ছি ফিরিশ্‌তা। আমাকে আমার রব আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আপনার যা ইচ্ছা, আমাকে হুকুম করতে পারেন। বলুন, আপনার নির্দেশ কি? (আমি এক্ষুনি তা পালন করছি।) আপনি যদি চান, 'আখ্‌শাবাইন' এর উভয় পাহাড়কে আমি একত্রে মিলিয়ে দিই (এবং এসব কাফিরদের সমুলে ধ্বংস করে দিই)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ (আমি তাদের ধ্বংস কামনা করি না) আমি বরং এ আশা পোষণ করি, আল্লাহ এদের ঔরষে এমন সব লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহর দাসত্বকে কবুল করে নেবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٤٤- وَعَنْهَا قَالَتْ : مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ ، وَلاَ إِمْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمْ لِلّٰهِ تَعَالَى - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৪৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কাউকে হাত দ্বারা মারেননি, না কোন স্ত্রী লোককে না কোন খাদেমকে। অবশ্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে যা করেছেন সেটা স্বতন্ত্র। এরূপ কখনো হয়নি যে, তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর তিনি তাঁর তরফ থেকে ব্যক্তিগত কারণেই তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। অবশ্য আল্লাহ নির্ধরিত কোন হারামকে লংঘন করা হলে, আল্লাহরই উদ্দেশ্যে কোনরূপ প্রতিশোধ নিয়ে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। (মুসলিম)

٦٤٥- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ ، فَادْرَكَهُ أَعْرَابِىٌّ ، فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً ، فَنَظَرْتَ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِى مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِىْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِعَطَاءٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৪৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর গাঁয়ে ছিল একটি নাজনারী চাদর। চাদরটির উভয় পাশ ছিল বেশ পুরু। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র ঘাড়ের পার্শ্বদেশে সজোরে চাদর টানার কারণে চাদরের পাড়ের দাগ লেগে রয়েছে।

গ্রাম্য লোকটি বলল ঃ হে মুহাম্মদ ! তোমার নিকট আল্লাহর দেয়া যে মাল-সম্পদ রয়েছে, তার থেকে আমাকে কিছু দেয়ার ব্যবস্থা কর। তিনি লোকটির প্রতি তাকালেন। তাকিয়ে হেসে দিলেন। তারপর তাকে কিছু দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٤٦- وَعَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِم ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَيَقُوْلَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৪৬. হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন (এখন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামদের কোন একজন সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তাঁকে (অর্থাৎ ঐ নবীকে) তাঁর কাওম আঘাত করেছিল (না'উযূবিল্লাহ)। আঘাত করে তাকে আহত করে দিয়েছিল। তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত ফেলছিলেন। আর দু'আ করছিলেন এই ভাবে ঃ হে আল্লাহ তুমি আমার কাওমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ এরা তো অবুঝ। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٤٧- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ الْغَضَبِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৪৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয় লাভ করাতে বীরত্ব নেই। বরং ক্রোধ ও রাগের মুহূর্তে নিজকে সংবরণ করতে পারাই প্রকৃত বীরত্বের পরিচায়ক। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ احْتِمَالِ الْأَذَى

অনুচ্ছেদ ঃ দুঃখ-কষ্টে সহনশীল হওয়া।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (آل عمران : ١٣٤)

"তাদের বৈশিষ্ট হল, তারা রাগকে হযম করে এবং লোকদের সাথে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে থাকে। বস্তুত আল্লাহ্ ইহসানকারীদের ভালো বাসেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ (الشورى : ٤٣)

"আর যে ধৈর্যধারণ করে ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে, তাদের জানা দরকার, এটা অনেক বড় সাহসের কাজ।" (সূরা শূরা ঃ ৪৩)

٦٤٧- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِىْ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِى وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ إِلَىَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ ! فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৪৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (এসে) বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কিছু আত্মীয় স্বজন রয়েছে। যাদের সাথে আমি আত্মীয়তর বন্ধন রক্ষা করে চলি, আর তারা তা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করি, তারা আমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে থাকে। আমি তাদের সাথ সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করে চলি, কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খতা সূলভ আচরণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যদি তুমি এরূপই হয়ে থাকে যেরূপ তুমি বললে, তবে যেন তাদের চোখে মুখে গরম বালি ছুড়ে মারছো। যতক্ষণ তুমি এ নীতির ওপর অবিচল থাকবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সাহায্যকারী (ফিরিশ্‌তা) তাদের মুকাবিলায় তোমাকে সাহায্য করে যেতে থাকবে। (মুসলিম)

بَابُ الْغَضَبِ إِذَا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ الشَّرْعِ وَالْاِنْتِصَارِ لِدِيْنِ اللّٰهِ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ ঃ শরী'আতের বিধান লংঘনের বেলায় ক্রোধ প্রকাশ করা ও মহান আল্লাহর দীনের সাহায্য করা

وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ (الحج : ٣٠)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া শরী'আতের বিধানকে যথাযথ মর্যাদা দান করবে তার জন্য এটা তার রবের নিকট কল্যাণকর হবে।" (সূরা হজ্জ ঃ ৩০)

اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ (محمد : ٧)

"তোমরা যদি আল্লাহর দীনকে সাহায্য কর। তাহলে আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগলকে মজবুত ও অনড় করে দিবেন।" (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৭)

٦٤٩- وَعَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّى لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا! فَمَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ غَضِبَ فِىْ مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ : يَأَيُّهَا النَّاسُ : إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوْجِزْ ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيْرَ وَالصَّغِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৪৯. হযরত আবু মাসউদ ওক্‌বা ইব্‌ন আমর বাদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ অমুকের দরুন ফজরের নামাযে বিলম্ব হয়ে যায়। কারণ সে আমাদের নিয়ে খুব দীর্ঘ নামায পড়ে থাকে। সেদিন তিনি অত্যন্ত রাগত সুরে নসিহত ও উপদেশ প্রদান করলেন যেরূপ ইতিপূর্বে আমি কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আরঅইহি ওয়া সাল্লামকে করতে দেখিনি। তিনি বললেন ঃ হে লোকেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে লোকদের মধ্যে ঘৃণা ও দুরুত্ব সৃষ্টিকারী। তোমাদের যেই লোকদের ইমামতি করে, সে যেন নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে। কারণ তার পেছনে নামাযীদের মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধ, বালক, দুর্বল এবং হাজতমন্দ ব্যক্তিবর্গ। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِيْ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ : يَا عَائِشَةُ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক সফর থেকে ফিরে এলেন। এ সময় আমি আমার ঘরের আঙিনায় একটি পর্দা টাঙিয়েছিলাম,তাতে ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্দাটি দেখামাত্র ছিঁড়ে ফেললেন। এবং তাঁর চেহারা মুবারক বিগড়ে গেল। তিনি বললেন ঃ আয়েশা (শুনে রাখ) কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সব চাইতে কঠোর শাস্তি হবে ঐ সব লোকের যারা (ছবি তুলে বা বানিয়ে) আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥١ - وَعَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا" مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالُوْا : مَنْ يَجْتَرِيْ عَلَيْهِ الاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ تَعَالَى ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكَ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّا وَايْمُ اللّٰهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتَ يَدَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশরা এক মাখ্‌যুমী মহিলা সম্পর্কে খুবই চিন্তাযুক্ত ছিল। সে চুরি করেছিল। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

যথারীতি তাঁর হাত কাটার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন।) তাঁরা পরস্পর বলাবলি করছিল ঃ তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় ভাজন উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) ছাড়া আর কেউ বা তাঁর নিকট ব্যাপারে কথা উত্থাপনের হিম্মত করবে? অবশেষে উসামই এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত 'হদ্দ' (দন্ড) এর বিধান সম্পর্কে সুপারিশ করতে চাচ্ছ? এ কথা বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দিলেন। তারপর বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এজন্যই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাদের নিয়ম ছিল ঃ তাদের মধ্যকার কোন অভিজাত লোক চুরি করত, তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তার ওপর শাস্তির বিধান কার্যকর করত। আল্লাহর কসম, মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যা ফাতিমাও যদি চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হত, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি তাও হাত কেটে দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ ، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُؤِىَ فِى وَجْهِهِ ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِى صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيْهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ : أَوْ يَفْعَلُ هٰكَذَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ মসজিদে কিবলার দিকে দেখলেন শ্লেমা লেগে রয়েছে। বিষয়টি তাঁর নিকট খুবই খারাপ লাগল। এমন কি তাঁর মুবারক চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ লক্ষ্য করা গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি উঠে গেলেন এবং নিজ হাতে ঘঁষে তা ফেলে দিলেন। তারপর বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে তার পরওয়ারদিগারের সাথে একান্তে কথা বলে– মুনাজাত করে থাকে। তখন পরওয়ারদিগার তার ও কিব্‌লার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন। এমতাবস্থায় তোমাদের কেউ যেন কিব্‌লার দিকে থুথু না ফেলে। বরং বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে যেন থুথু নিক্ষেপ করে।এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাদরের এক কোন ধরলেন ও তাতে থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং তার একাংশ অপর অংশের ওপর মলে দিলেন। তারপর বললেন ঃ অথবা এরূপ করে নেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ أَمْرِ وُلاَةِ الْأَمْرِ بِالرِّفْقِ بِرِعَايَاهُمْ وَنَصِيْحَتِهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالنَّهْىِ عَنْ غَشِّهِمْ التَّشْدِيْدِ عَلَيْهِمْ وَإِهْمَالِ مَصَالِحِهِمْ وَالْغَفْلَةِ عَنْهُمْ وَعَنْ حَوَائِجِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রজাদের প্রতি শাসক গভর্নরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের কল্যাণ কামনা,তাদের প্রতি ভালবাসা,তাদের ধোঁকা না দেওয়া, কঠোরতা প্রদর্শন না করা। তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে গাফিল না হওয়া।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (الشعراء : ٢١٥)

"মু'মিনদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করার নীতি অবলম্বন করে, (হে নবী), তুমি তাদের প্রতি স্নেহ সহানুভুতির হাত প্রসারিত করে দাও।" (সূরা শূ'আরা ঃ ২১৫)

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (النحل : ٩٠)

"বস্তুত আল্লাহর নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমাদের ন্যায়বিচার ও ইহ্‌সানের এবং আত্মীয় স্বজনের হক আদায়ের।আর তিনি নিষেধ করেছেন অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ এবং সীমালংঘন ও যুলুম করা থেকে। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণে ধন্য হও।" (সূরা নাহ্‌ল ঃ ৯০)

٦٥٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : اَلْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى أَهْلِهِ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫৩. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষণাবেক্ষণকারী (বা দায়িত্বশীল)। তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের রক্ষাণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ তার পরিবার ও সংসারের জন্য দায়িত্বশীল। তাকে তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ও দায়িত্বপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রীলোক তার স্বামীর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারিনী। তাকে সে সম্পর্কে জওয়াবদিহী করতে হবে। খাদেম তার মনীবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী । তাকে তার সে দায়িত্ব পালন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥٤- وَعَنْ أَبِىْ يَعْلَى مَعْقِل بنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً ، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِه ، إِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِى رِوَايَةٍ : فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِه لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ -

وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مَا مِنْ أَمِيْرٍ يَلِى أُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ، ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ -

৬৫৪. হযরত হযরত আবু ইয়া'লা মা'কাল ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে প্রজা সাধারণের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর সে যদি তাদের সাথে খিয়ানত করে এবং যে দিন তার মৃত্যু অবধারিত, সেদিন মৃত্যুবরণ কর; নিশ্চিতভাব আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে সেই ব্যক্তি যদি তার প্রজাদের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনে আত্মনিয়োগ না করে, তাহলে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে ঃ যে শাসক মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়; তারপর তাদের উপকারের জন্য কোনরূপ চেষ্টা যত্ন করে না এবং তাদের কল্যাণ সাধননে এগিয়ে আসে না, সে ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে কোন মতেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

٦٥٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلَ فِىْ بَيْتِىْ هٰذَا : اَللّٰهُمَّ ، مَنْ أَمْرِ أُمَّتِىْ شَيْئً : فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِا أُمَّتِىْ شَيْئًا فَشَقَ بِهِمْ ، فَارْفُقْ بِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৫৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি আমার এ ঘরে বসেই নিম্মোক্ত দু'আ করছিলেন ঃ হে আল্লাহ! যাকে আমার উম্মাতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়, অতপর সে তাদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করে তবে তুমিও তার প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করো। পক্ষান্তরে কাউকে আমার উম্মাতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর সে যদি তাদের প্রতি নরম ও কোমল আচরণ করে তাহলে তুমিও তার প্রতি কোমল আচরণ করো। (মুসলিম)

٦٥٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ بَنُوْا إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌ خَلَفَهُ نَبِىٌ وَإِنَّهُ لاَ

نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ بَعْدِيْ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : أَوْفُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، ثُمَّ أَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ ، وَاسْأَلُوْا اللّٰهَ الَّذِيْ لَكُمْ ، فَإِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈলের রাজনীতি তাদের নবীরা কায়েম রাখতেন। এক নবীর ওফাতের পরবর্তী নবী তাঁর স্থান পূরণ করতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নেই। অচিরেই আমার পরের বেশ কিছু সংখ্যক খলিফা হবেন। সাহাবা কেরাম (রা) বললেন ঃ তখনকার জন্য আমাদের প্রতি আপনার কি নির্দেশ? তিনি বললেন ঃ যথাক্রমে একবচনের পর আরেক জনের বাইয়াত পূর্ণ করবে। তাদের প্রাপ্য হক্ আদায় করবে। আল্লাহ্র নিকট ঐ জিনিসের প্রার্থনা করবে যা তোমাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কারণ আল্লাহ তাদের ওপর অধীনস্থদের তত্ত্বাবধানের যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি নিজেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥٧- وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ : أَيْ بُنَيَّ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ " إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫৭. হযরত আয়েয ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের নিকট গেলেন। গিয়ে বললেন ঃ বৎস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছিঃ নিকৃষ্টতম শাসক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তার প্রজাদের ওপর কঠোর ও অত্যাচারমূলক নীতি অবলম্বন করে। কাজেই তোমরা সতর্ক থাকবে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পড়। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٥٨- وَعَنْ أَبِيْ مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ شَيْئًا مِنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَ خَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ ، احْتَجَبَ اللّٰهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৬৫৮. হযরত আবু মরইয়াম আয্দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আমীর মু'আবিয়া (রা)-কে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যাকে আল্লাহ মুসলমানদের কোন কাজের শাসক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন আর সে তাদের প্রয়োজন,

চাহিদা ও দরিদ্রাবস্থা দূর করার প্রতি এতুটুকুন ভ্রুক্ষেপ না করে, আল্লাহ্ ও কিয়ামাতের দিন তার প্রয়োজন, চাহিদা ও দরিদ্র পূরণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। এ কথা শুনে আমীর মু'আবিয়া (রা) জনগণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ও তা পরিপূরণ করার জন্য একজনকে নিয়োগ করেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ الْوَالِيُ الْعَادَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায়নিষ্ঠ শাসক।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النحل : ٩٠)

"আল্লাহর নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের ন্যায়বিচার ও ইহসানের।" (সূরা নাহল : ৯০)

وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (الحجرات : ٩)

"তোমরা ইনসাফ করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৯)

٦٥٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالَى ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّى أَخَافُ اللّٰهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنِهِ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৫৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাত শ্রেণীর লোকদের আল্লাহ সেই কঠিন দিন তাঁর রহমতের আশ্রয় দান করবেন যে দিন তাঁর ছাড়া আর কোন ছায়াই থাকবে না। তারা হচ্ছেন ঃ ১. ন্যায়বিচারক বাদশাহ। ২. ঐ যুবক যে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মাঝে বর্ধিত হয়েছে। ৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সংযোগ থাকে। ৪. ঐ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহরই জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে। আল্লাহরই জন্য মিলিত হয় এবং আল্লাহরই জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। ৫. ঐ লোক যাকে অভিজাত বংশীয় কোন সুন্দরী রমণী (কুকাজে) আহ্বান করে। জওয়াবে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬. ঐ লোক যে গোপনে দান করে, এমনকি তার জান হাত কি দান করে বাম হাত তা জানে না। এবং ৭. ঐ লোক যে একাকী নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করে করে দু'চোখে অশ্রু ঝরায়। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٦٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ : الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই যারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করে আল্লাহর নিকট তাঁরা নূরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে। এরা হচ্ছে এমন সব লোক যারা তাদের বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে পরিবার পরিজনের ব্যাপারে এবং যেসব দায়দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয় সে সব বিষয়ে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার করে। (মুসলিম)

٦٦١- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ ، وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ ، وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ ! قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ؟ قَالَ : لاَ مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ، لاَ مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৬১. হযরত আউফ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে ভাল শাসক ও কর্ণধার হচ্ছে তারা, যাদের তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদের ভালবাসে। তোমরা তাদের জন্য দু'আ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দু'আ করে। অপরদিকে তোমাদের মধ্যে মন্দ ও নিকৃষ্ট শাসক হচ্ছে তারা যাদের তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে, তোমরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাদ করে। রাবী বলেন ঃ আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা কি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব না। তিনি বললেন ঃ না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায় কায়েমে রত থাকে। (মুসলিম)

٦٦٢- وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ : ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ ،وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৬২. হযরত ইয়াদ ইব্‌ন হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জান্নাতের অধিকারী হবে ৩ শ্রেণীর লোক। ১.

ন্যায়বিচারক শাসক, যাকে তাওফিক দান করা হয়েছে (দান খয়রাত করার ও জনগণের কল্যাণ সাধান করার) ২. দয়ার্দ্র হৃদয় ও রহম দিল ব্যক্তি যার অন্তর প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অতিশয় কোমল ও নরম এবং ৩. যে ব্যক্তি শরীর ও মনের দিক থেকে পূতপবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ও সন্তান বিশিষ্ট-তথা সংসারী। (মুসলিম)

بَابُ وُجُوْبِ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأُمُوْرِ فِىْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيْمِ طَاعَتِهِمْ فِى الْمَعْصِيَةِ۔

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী নাহলে শাসকের আনুগত্য কথা ওয়াজিব এবং আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানীর ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : ٥٩)

"হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রাসূলের আর তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের।" (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

٦٦٣- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৬৬৩. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর (শাসকের ও নেতার কথা) শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য চাই তা তার পসন্দ হোক বা অপসন্দ হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর নাফরমানী আদেশ দেয়া হয়। আল্লাহর নাফরমানীর আদেশ দেয়া হলে তা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা যাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٦٤- وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا : فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৬৬৪. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার ওপর বাইয়াত করতাম, তখন তিনি আমাদের বলে দিতেন ঃ ঐ সব বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য ফরয, যেগুলো তোমরা করতে সক্ষম। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٦٥- وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ : وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوْتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً -

৬৬৫. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনিছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে তার হাত টেনে নেবে, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে যে তার পক্ষে কোন দলিল থাকবে না। যে লোক এরূপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে তার গলায় কোন বাইয়াতের রজ্জু নেই তাহলে তার মৃত্যু হতে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

মুসলিম আরেকটি বর্ণনা করেছেন। তার অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।

٦٦٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنَّ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬৬৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর– যদিও তোমাদের ওপর কোন হাবশী গোলামকেও শাসক নিয়োগ করা হয় এবং তার মাথা দেখতে আংগুরের মত (ছোট)-ই হোক না কেন। (বুখারী)

٦٦٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةُ، فِيْ عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সুদিনে ও দুর্দিনে, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে তথা তোমরা অধিকার নস্যাৎ হওয়ার ক্ষেত্রেও শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা তোমার পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। (মুসলিম)

٦٦٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا يَنْتَضِلُ ،

وَمِنْهَا مَنْ هُوَ فِىْ جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِىٌّ قَبْلِىْ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِىْ أَوَّلِهَا ، وَسَيُصِيْبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا ، وَتَجِىءُ فِتَنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَتَجِىءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ مُهْلِكَتِىْ ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، وَتَجِىءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ هَذِهِ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِىْ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ـ

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ الْآخَرِ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

৬৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। আমরা এক জায়গায় অবতরণ করলাম। আমাদের কেউ তাদের তাঁবু ঠিকঠাক করছিলাম। আর কেউ বা তীর দ্বারা লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল। এছাড়া আমাদের কেউ কেউ তাদের চতুষ্পদ প্রাণীদের নিয়ে সেগুলোর দেখাশুনায় ব্যস্ত হয়ে গেল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহবানকারী (লোকদের) ডেকে বললেন ঃ নামায প্রস্তুত। আহবান শুনে আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে সমবেত হলাম। তারপর তিনি বললেন ঃ আমার পূর্বে যে কোন নবীই অতিক্রান্ত হয়েছেন তাঁর ওপর ইল্‌ম অনুযায়ী নিজের উম্মাতকে কল্যাণের পথ প্রর্দশন করা এবং যা তাঁর দৃষ্টিতে মন্দ বা অন্যায় তা থেকে মন্দ বা অন্যায় তা থেকে ভয় দেখানো ছিল অপরিহার্য। আর তোমাদের এ উম্মতের অবস্থা হচ্ছে এই যে, এ উম্মাতের প্রথম দিকে রয়েছে শান্তি ও সুস্থিরতা আর শেষ দিকে রয়েছে বিপদ আপতের ঘনঘটা। তখন তোমরা এমন সব বিষয় ও ঘটনাবলী সম্মুখীন হবে যা তোমাদের অপসন্দনীয়। এমন সব ফিতনার উদ্ভব হবে যার একাংশ অপর অংশকে করবে দুর্বল। একেকটি ফিত্‌না ও মুসিবত আসবে আর মু'মিন বলবে ঃ এটাই বুঝি আমাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। তারপর সে বিপদ কেটে যাবে। পুনরায় বিপদ-মুসিবত আসবে। তখন মু'মিন বলবে ঃ এটাই হয়তো আমার ধ্বংসের কারণ হবে। এহেন কঠিন মূহুর্তে যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক তার জন্য অপরিহার্য হল আল্লাহ

ও পরকালের ওপর ঈমানদান হিসেবে মৃত্যুবরণ করা। আর যেরূপ ব্যবহার সে পেতে আগ্রহী সেরূপ ব্যবহারই যেন লোকদের সাথে করে। আর কেউ যদি ইমামের নিকট বাইয়াত করে, তার হাতে হাত রাখে এবং তার নিকট অন্তরের অর্ঘ নিবেদন করে তাহলে যেন সে সাধ্য পরিমাণ তা আনুগত্য করে। যদি অপর কোন লোক ঈমানের মুকাবিলায় আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে যেন তার ঘাড় মটকে দেয়। (মুসলিম)

٦٦٩- وَعَنْ أَبِيْ هُنَيْدَةَ وَائِلَ بنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ سَلَمَةَ ابنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَاحُمِّلْتُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৬৯. হযরত আবু হুনাইদাহ ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালামা ইব্ন ইয়াযিদ জু'ফী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ হে আল্লাহর নবী! আমাদের ওপর যখন এরূপ শাসক ক্ষমতায় আসীন হবে যারা তাদের দাবী ও অধিকার আমাদের নিকট থেকে পুরোপুরি আদায় করে নিতে চাইবে, তবে আমাদের দাবী ও প্রাপ্য আদায় করবে না, তখন আমরা কি করবো? এবং আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। সালামা (রা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তোমরা শ্রবণ করবে ও আনুগত্য করে যাবে। কারণ তাদের (পাপের) বোঝা তাদের উপর। তোমাদের বোঝা তোমাদের উপর।" (মুসলিম)

٦٧٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا ! قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ : تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِيْ عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পর তোমরা অধিকার হরণ ও বহু অপসন্দনীয় জিনিসের সম্মুখীন হবে। সাহাবা কিরাম (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি? তিনি বললেন ঃ এরূপ অবস্থায় তোমরা তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথারীতি সম্পাদন করবে। আর তোমাদের অধিকার পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٨١- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ، وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৭১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার অনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। অনরূপ যে আমীরের আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমারই অবাধ্যতা করল। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٧٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৭২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যদি তার আমীর-এর মধ্যে কোনরূপ অপ্রীতিকর বিষয় লক্ষ্য করে, তাহলে যেন ধৈর্যধারণ করে। কারণ, যে রাষ্ট্রশক্তি থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।" (বুখারী ও মুসলিম)

٦٧٣- وَعَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللّٰهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৬৭৩. হযরত আবু বাকারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে রাষ্ট্রের প্রধানকে লাঞ্ছিত করবে, আল্লাহও তাকে লাঞ্ছিত করবেন। (তিরমিযী)

بَابُ النَّهْىِ عَنْ سُؤَالِ الْإِمَارَةِ وَاخْتِيَارِ تَرْكِ الْوِلَايَاتِ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَوْ تَدْعُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ -

অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক হওয়ার জন্য প্রার্থী না হওয়া।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْأٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (القصص: ٨٣)

"এটা হচ্ছে পরকালীন জগত। এটাকে আমরা এমন সব লোকদের জন্য সুনির্দিষ্ট করছি যারা যমীনের বুকে ভণ্ড ও উদ্ধত হতে এবং বিশৃঙ্খলাসৃষ্টি করতে চায় না। আর পরকালীন সাফল্য মুত্তাকী ও আল্লাহ্ ভীরু লোকাদের জন্যই নির্ধারিত।" (সূরা কাসাস ঃ ৮৩)

٦٧٤- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ : لاَ تَسأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِن أُعْطِيْتَهَا عَن مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرعَن يَمِيْنِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৭৪. হযরত আবু সাঈদ আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ হে আবদুর রহমান ইব্ন সামুরাহ! নেতৃত্ব ও ক্ষমতার প্রার্থী হয়ো না। কারণ প্রার্থী না হয়ে নেতৃত্ব প্রদত্ত হলে তুমি এ ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করবে। পক্ষান্তরে প্রার্থী হয়ে নেতৃত্ব কর্তৃত্ব লাভ করলে তোমার ওপরই যাবতীয় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে। যখন তুমি কোন বিষয় শপথ করবে কিন্তু অন্য কোন জিনিসকে তার চাইতে ভাল ও কল্যাণকর মনে করবে তখন যেটা ভাল সেটাই করবে। আর শপথের কাফ্ফারা আদায় করে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٧٥- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّيْ أَرَاكَ ضَعِيْفًا وَإِنِّيْ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِيْ لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৭৫. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবু যার! আমি তোমাকে দুর্বল ও কমজোর দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার জন্য তা-ই পসন্দ করছি, যা আমার নিজের জন্য পসন্দ করি। তুমি শাসন কর্তৃত্বের ভার বহন করতে সক্ষম হবে না। তুমি দু'জনের নেতা হয়ো না। আর তুমি ইয়াতীমের সম্পদের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বও গ্রহণ করো না। (মুসলিম)

٦٧٦- وَعَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِيْ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِيْ ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيْفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ فِيْهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৭৬. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইহা রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাকে আমিল (সরকারী কর্মকর্তা) নিযুক্ত করবেন না? তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন ঃ হে আবু যার! তুমি দুর্বল মানুষ। আর এটা হচ্ছে এক (বিরাট) আমানত। আর এ নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কারণ হবে। অবশ্য যে হক সহকারে এটাকে গ্রহণ করে এবং এ দায়িত্ব গ্রহণের ফলে তার উপর অর্পিত দায়দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তার কথা আলাদা। (মুসলিম)

٦٧٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৬৭৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "অচিরেই তোমরা ইমারত ও হুকুমতের অভিলাষী হবে। (মনে রেখ) কিয়ামতের দিন এটা তামাদের জন্য লজ্জা ও দুঃখ-বেদনার কারণ হবে।" (বুখারী)

بَابُ حَثِّ السُّلْطَانِ وَالْقَاضِىْ وَغَيْرِهَا مِنْ وُلَاةِ الْأُمُوْرِ عَلَى اتِّخَاذِ وَزِيْرٍ صَالِحٍ وَتَحْذِيْرِهِمْ مِنْ قُرَنَاءِ السُّوْءِ وَالْقُبُوْلِ مِنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ শাসক ও বিচারকদের ভাল সভাসদ ও কর্মকর্তা নিয়োগের উৎসাহ দান এবং অসৎদের দমন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَلْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ (الزخرف : ٦٧)

"সেদিন সকল (পার্থিব) বন্ধু-বান্ধব পরস্পর পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হবে, একমাত্র আল্লাহভীরু লোকদের ব্যতীত।" (সূরা যুখরুফ ঃ ৬৭)

٦٧٨- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِىٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৬৭৮. হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যে কোন নবীকেই পাঠান আর যে কোন খলীফাকেই নিযুক্ত করেন, তার দুজন বন্ধু হয়ে থাকে, একজন তাকে ভালোর নির্দেশ দেয় এবং ভালোর প্রতি উদ্বুদ্ব ও উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে আরেকজন তাকে মন্দের নির্দেশ দেয় এবং তার প্রতি তাকে উৎসাহিত করে থাকে। গুনাহ থেকে নিরাপদ সে-ই থাকতে পারে, যাকে স্বয়ং আল্লাহ হিফাযত করেন। (বুখারী)

٦٧٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِالْأَمِيْرِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذٰلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ ،وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৬৭৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ যখন কোন আমীর বা বাদশাহ থেকে ভালো ও কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য কোন সত্যের মন্ত্রণাদানকারী নিযুক্ত করে দেন। আমীর কোন বিষয় ভুলে গেলে সে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যদি আমীরের মনে থাকে, তাহলে সে তাকে সহায়তা করে। আল্লাহ্ যদি আমীরের দ্বারা ভালো ছাড়া অন্য কিছুর ইচ্ছা করেন, তাহলে তার জন্য একজন খারাপ মন্ত্রণাদানকারী নিযুক্ত করে দেন। আমীর কোন বিষয়ে ভুলে গেলে সে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর যদি স্মরণ থাকে সেক্ষেত্রেও কোনরূপ সাহায্য করো না। (আবু দাঊদ)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَوْلِيَةِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْوِلَايَاتِ لِمَنْ سَأَلَهَا أَوْ حَرَصَ عَلَيْهَا فَعَرَّضَ بِهَا -

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন প্রশাসক, বিচারক কিংবা অন্য কোন পদের প্রার্থী হয় তাকে পদ দেয়ার নিষেধাজ্ঞা।

٦٨٠- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِيْ عَمِّي ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ : إِنَّا وَاللّٰهِ لَا نُوَلِّي هٰذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ ، أَوْ أَحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৮০. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচার দুই ছেলেসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হাযির হলাম। তাদের একজন বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে সম্মানিত মহান আল্লাহ্ যে হুকুমত দান করেছেন, তার কিছু অংশের উপর আমাকে শাসতকর্তা নিযুক্ত করুন অপরজনও অনেকটা এরূপই আবেদন রাখল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ কসম, আমরা এমন লোক লোকের উপর এ কাজের দায়িত্ব অর্পন করব না যে এর জন্য প্রার্থী হয় অথবা অন্তরে এর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

كِتَابُ الْأَدَبِ

অধ্যায় ঃ শিষ্টাচার

بَابُ الْحَيَاءِ وَفَضْلِهِ وَالْحَثُّ عَلَى التَّخَلُّقِ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাশীলতা ও তার মহাত্ম এবং চরিত্র গঠনের উৎসাহ প্রদান।

٦٨١- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৮১. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন এক আনসারীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আনসারটি তখন তার ভাইকে লজ্জাশীলতার জন্য উপদেশ দিচ্ছিল (অর্থাৎ এত বেশী লজ্জা করতে নেই)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ছাড় তাকে। (এবং তাকে এরূপ উপদেশ দিয়ো না)। কারণ লজ্জাশীলতা ঈমানের অংগ বিশেষ। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٨٢- وَعَنْ عُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِى إِلَّا بِخَيْرٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ أَوْ قَالَ : اَلْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ -

৬৮২. হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জীশীলতার ফল সর্বদাই ভাল হয়ে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় এরূপ রয়েছে ঃ লজ্জা শরমের পুরোটাই মঙ্গলজনক। অথবা এরূপ বলেছেন ঃ "সম্পূর্ণ লজ্জাশীলতাটাই মঙ্গলজনক।"

٦٨٣- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ان رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْأَيْمَانَ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানের ৭০ এর ও ওপর অথবা ৬০ এর ওপর শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তমটি হল ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লা' (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই)-এর স্বীকৃতি দেয়া এবং সর্বনিম্নটি হল, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জাশীলতাও ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٨٤- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِى وَجْهِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৮৪. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র পর্দানশীল কুমারী মেয়েদের চাইতেও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। কোন বিষয় তাঁর দৃষ্টিতে অপসন্দনীয় হলে, তাঁর চেহারা দেখেই আমরা (তাঁর অসন্তুষ্টি) আঁচ করে নিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ حِفْظِ السِّرِّ

অনুচ্ছেদ ঃ গোপন বিষয় রক্ষা করা অর্থাৎ প্রকাশ না করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلاً (الاسراء : ٣٤)

"তোমরা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। নিঃসন্দেহে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৪)

٦٨٥- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِىْ إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৮৫. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্টতম হবে ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে শয্যা গ্রহণ করে এবং তার স্ত্রীও তার সাথে শয্যা গ্রহণ করে। তারপর পরস্পরের মিলন ও সহবাসের গোপন কথা লোকদের নিকট প্রকাশ করে দেয়। (মুসলিম)

٦٨٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ تَأَيَّمَتْ بِنْتُهُ حَفْصَةُ قَالَ : لَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ؟ قَالَ :

سَأَنْظُرُ فِيْ أَمْرِيْ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ .ثُمَّ لَقِيَنِيْ ، فَقَالَ قَدْ بَدَا لِيْ أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِيْ هٰذَا فَلَقِيْتَ اَنَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ! فَكُنْتَ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّيْ عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتَ لَيَالِيْ ثُمَّ خَطَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ :نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلاَّ أَنِّيْ كُنْتُ عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لأَفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَقَبِلْتُهَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) কন্যা হাফসা (রা) যখন বিধবা হয়ে গেলেন, তখন তিনি (উমর) বলেন ঃ আমি উসমান ইবন আফ্‌ফানের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তার সাথে হাফ্‌সার বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলাম এবং বললাম ঃ যদি আপনি আগ্রহ করেন তাহলে হাফ্‌সা বিনতে উমরের সাথে আপনাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দেই। হযরত উসমান (রা) বললেন ঃ আচ্ছা, আমি এ ব্যাপারে ভেবে দেখছি। হযরত উমর (রা) বলেন, আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম, তারপর উসমানের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, আমি উপলব্ধি করলাম, আজকাল আমার বিয়ে করা হচ্ছে না। হযরত উমর (রা) বলেন, আমি আবু বকর (রা) সাথ সাক্ষাৎ করলাম। তাকে বললাম, আপনি যাদি আগ্রহ করেন তাহলে হাফসা বিনতে উমরের সাথে আপনাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দেই। আবু বকর (রা) নীরব রইলেন। আমাকে কোন রূপ জবাব দিলেন না। উসমানের জওয়াবের চাইতে আবু বকরের এ আচরণে আমি বেশি আহত বোধ করলাম। কয়েকদিন যাবৎ অপেক্ষা করলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাফসাকে বিয়ে করার পয়গাম পাঠালেন। আমি তাঁর সাথেই হাফসার বিয়ে সম্পন্ন করলাম। এরপর হযরত আবু বকর (রা) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বললেন ঃ সম্ভবত সেদিন আমার তরফ থেকে আপনি ব্যথা পেয়েছেন, যেদিন আপনি হাফসাকে বিয়ে করার জন্য আমার কাছে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, আমি তার কোন জবাব দেইনি। আমি বললাম ঃ হাঁ, হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আপনি হাফসাকে আমার জন্য পেশ করার পর তার জবাব দেয়ার পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক এটাই ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং তা আমার জানা ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ গোপন বিষয়টি প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। অবশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাঁকে গ্রহণ না করতেন, তাহলে অবশ্যই আমি তাঁকে গ্রহণ করতাম। (বুখারী)

٦٨٧– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ
فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَمْشِيْ مَا تَخْطِيُّ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا وَقَالَ : مَرْحَبًا بِابْنَتِيْ ثُمَّ حَسَّهَا
عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا ، فَلَمَّا رَاءَ جَزَعَهَا
سَارَّهَا الثَّانِيَّةَ فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ لَهَا خَصَّكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ
نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ، ثُمَّ أَنْتَ تَبْكِيْنَ! فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَأَلْتُهَا مَا
قَالَ لَكَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ : مَا كُنْتُ لأُفْشِيَ عَلَيْكَ بِمَا لِيْ
عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ ، لَمَا حَدَّثْتَنِيْ مَا قَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ : أَمَّا
الْآنَ فَنَعَمْ أَمَّا حِيْنَ سَارَّنِيْ فِي الْمَرَّةِ الْأُوْلَى فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ
يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، وَأَنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ ،
وَإِنِّيْ لاَ أَرَى الْأَجَلَ إِلاَّ قَدْ اقْتَرَبَ ، فَاتَّقِيْ اللّٰهَ وَاصْبِرِيْ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ
أَنَا لَكِ ، فَبَكَيْتُ بُكَائِيَ الَّذِيْ رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِيْ سَارَّنِيْ الثَّانِيَةَ ،
فَقَالَ : يَا فَاطِمَةُ أَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، أَوْ
سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ ؟ فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِيْ رَأَيْتُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ -

৬৮৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সকল স্ত্রী তাঁর নিকটেই ছিলেন। এমন সময় ফাতিমা (রা) হাঁটতে হাঁটতে সেখানে সেখানে এসে উপস্থিত। বলা বাহুল্য ফাতিমার চলার ভঙ্গি আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চলার ভংগীতে কোন রূপ পার্থক্য ছিল না। ফাতিমাকে দেখে তিনি (তাঁর বসার জন্য) জায়গা প্রশস্ত করে দিলেন এবং বললেন ঃ মারহাবা-খোশ আমদেদ, হে স্নেহের কন্যা। এই বলে তাকে তাঁর ডানে বা বামে বসালেন। তারপর চুপিচুপি তাকে কিছু একটা বললেন। এত ফাতিমা (রা) ভীষণভাবে কাঁদলেন। তার পেরেশানী লক্ষ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার চুপিচুপি তাঁকে কি যেন বললেন। এবার হযরত ফাতিমা (রা) হেসে উঠলেন। যাই হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিস থেকে উঠে গেলে আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার নিকট কি বলেছিলেন? হযরত ফাতিমা বললেন ঃ দেখুন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না। অবশেষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম-এর ওফাত হয়ে গেল। তখন আমি ফাতিমাকে বললাম ঃ তোমার ওপর আমার যে হক রয়েছে আমি সে হকের শপথ দিয়ে বলছিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে কি বলেছিলেন, তা আমার কাছে বর্ণনা কর। হযরত ফাতিমা (রা) বললেন ঃ হ্যাঁঃএখন তাহলে বলছি। প্রথমবারে তিনি আমার কাছে চুপিচুপি যা বলেছিলেন, তা ছিল এই ঃ তিনি বললেন ঃ জিব্‌রাঈল (আ) প্রত্যেক বছর আমার কাছে কুরআন শরীফ একবার বা দু'বার (আদ্যোপান্ত) পেশ করে থাকেন। কিন্তু এবার তিনি দু'বার পেশ করেছেন। তাই আমার মনে হচ্ছে আমার আয়ূ ফুরিয়ে এসেছে মৃত্যু আমার নিকটবর্তী। কাজেই (আমার অন্তিম উপদেশ হলো) আল্লাহকে ভয় করে চলবে। সবর ইখ্‌তিয়ার করবে। আমি তোমাদের জন্য উত্তম পূর্বসূরী। একথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম যা আপনি দেখতে পেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পেরেশানী লক্ষ্য করে দ্বিতীয়বারে আমার কাছে চুপিচুপি বলেছিলেন ঃ হে ফাতিমা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে তুমিই হবে সকল মু'মিন নারীদের সরদার, বা এ উম্মাতের নারীকূলের সর্দার? একথা শুনে আমি হাসতে লাগলাম, যা আপনি দেখতে পেয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٨٨- وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِيْ فِيْ حَاجَةٍ ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّيْ فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ : مَا حَبَسَكَ؟ فَقُلْتُ : بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ : مَا حَاجَتُهُ؟ قُلْتُ : إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ : لَا تُخْبِرَنَّ بِسِرِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَحَدًا قَالَ أَنَسٌ : وَاللّٰهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ بِهِ يَا ثَابِتُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا -

৬৮৮. হযরত সাবিত (রা) কর্তৃক আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। আমি তখন ছেলেদের সাথে খেলছিলাম। তিনি এসে আমাদের সালাম দিলেন এবং আমাকে তাঁর এক প্রয়োজনে পাঠালেন (এর ফলে) আমার মায়ের নিকট ফিরে যেতে আমার দেরী হলো। আমি আমার মায়ের নিকট এলে তিনি বললেন ঃ তোমাকে কিসে আটকে রেখেছিল? আমি বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তাঁর এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ তাঁর কি কাজ ছিল? আমি বললাম ঃ সেটা ছিল একটি গোপন বিষয় (যা আমি প্রকাশ করতে পারি না)। আমার মা বললেন ঃ তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোপন বিষয় সম্পর্কে কাউকে যেন অবহিত না করো। হযরত আনাস (রা) বলেন, হে সাবিত, আল্লাহর কসম, আমি যদি উক্ত বিষয় সম্পর্কে কাউকে বলতাম, তাহলে তোমাকে অবশ্যই বলতাম।

মুসলিম এ হাদীসটি বর্ননা করেছেন। বুখারী এর কিছু অংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَاِنْجَازِ الْوَعْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালন করা এবং ওয়াদা রক্ষা করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً (الاسراء : ٣٤)

"তোমরা ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিপূর্ণ কর। নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুত সম্পর্কে (তোমাদের) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে"। (সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৩৪)

وَأَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ (النحل : ٩١)

"তোমরা আল্লাহর নামে যখন ওয়াদা কর তা পূর্ণ কর"। (সূরা নাহল ঃ ৯১)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ (المائدة : ١)

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের সন্ধি চুক্তি পালন কর"। (সূরা মায়িদা ঃ ১)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ (الصف : ٢-٣)

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা কেন এরূপ কথা বল, যা কার্যে পরিণত কর না? জেনে রাখ, এটা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত জঘণ্য ও ঘৃণিত কাজ যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা করবে না"। (সূরা সাফফ ঃ ২-৩)

٦٨٩–عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ـ

৬৮৯। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ২. যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং ৩. তার নিকট যখন আমানত রাখা হয় সে তার খিয়ানত করে"। বুখারী ও মুসলিম এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। মুসলিমের এক বর্ণনায় এটুকু বেশি রয়েছে, "যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং মনে করে যে, সে মুসলিম"।

٦٩٠– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৬৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক। যার মাঝে চারটির কোন একটি পাওয়া যাবে বুঝাতে হবে তার মধ্যে নিফাকের অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে– যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বর্জন করে। সে গুলো হল এই ঃ ১. তার নিকট আমানত রাখা হলে সে তার খিয়ানত করে। ২. কথা বললে, মিথ্যা বলে। ৩. ওয়াদা করলে তা ভংগ করে। এবং ৪. ঝগড়ার লিপ্ত হলে গালি গালাজ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٩١– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَلَمْ يَجِيْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا ، فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِيْ كَذَا وَكَذَا ، فَحَثَى لِيْ حَثْيَةً ، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ ، فَقَالَ لِيْ : خُذْ مِثْلَيْهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৯১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ বাহরাইন থেকে মাল-সম্পদ এসে গেলে তোমাকে এ পরিমাণ এ পরিমাণ এ পরিমাণ দিব। বলাবাহুল্য বাহরাইন থেকে মাল আসার আগেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকাল হয়ে যায় (এবং আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা নিযুক্ত হন।) ইতিমধ্যে বাহরাইন থেকে মাল এসে গেল। হযরত আবু বকর (রা) আহবানকারীকে নির্দেশ দিলেন। আহবানকারী ডেকে বললেন ঃ যার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন ওয়াদা রয়েছে অথবা তার নিকট কোন করয পাওনা রয়েছে সে যেন আমাদের নিকট এসে যায়। এ কথা শুনে আমি এলাম এবং আবু বকর (রা)-এর নিকট বললাম ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এরূপ এরূপ বলেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) আমাকে ভয়ে ভয়ে মেপে দিলেন। (পাছে প্রতিশ্রুতি পরিমাণের চাইতে কম হয়ে না যায়) আমি গুনে দেখলাম, পাঁচশ দিরহাম। হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ আরো এর দ্বিগুণ নিয়ে নাও। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اعْتَادَهُ مِنَ الْخَيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ভাল কাজের অভ্যাস পরিত্যাগ না করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد : ١١)

"আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে ব্রতী হয়"। (সূরা রা'দ ঃ ১১)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا (النحل : ٩٢)

"তোমরা মক্কার ঐ মাতাল মহিলার ন্যায় হয়ো না যে তার সূতা গাঁথার পর টুকরো টুকরো করে তা ছিন্ন করে ফেলেছে"। (সূরা নাহল ঃ ৯২)

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ (الحديد : ١٦)

"তোমরা ও সব লোকদের ন্যায় হয়ে না যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। এমতাবস্থাই তাদের ওপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, (তবু তারা তাওবা করেনি) অবশেষে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল"। (সূরা হাদীদ ঃ ১৬)

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا (الحديد : ٢٧)

"তারা তার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করেনি"। (সূরা হাদীদ ঃ ২৭)

٦٩٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৯২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ হে আবদুল্লাহ! অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না যে নিয়মিত রাত্রি জাগরত করতো (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায পড়তো)। কিন্তু পরে রাত্রি জাগরণ ছেড়ে দিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اسْتِحْبَابِ طِيبِ الْكَلَامِ وَطَلَاقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষাতে হাসিমুখে কথা বলা ও কোমল ব্যবহার করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (الحجر : ٨٨)

"মু'মিনদের প্রতি সহানুভূতি পূর্ণ আচরণ কর।" (সূরা হিজ্র ঃ ৮৮)

٦٩٣- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৯৩. হযরত আদি ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর। যদিও তা খণ্ডিত খেজুরের বিনিময়েও হয়। যে তাও (দান) করতে সক্ষম না হয় যে যেন অন্তত ভাল ও সুন্দর ব্যবহার দ্বারা হলেও নিজেকে জাহান্নামের থেকে বাঁচায়। (বুখারী ও মুসলিম)

٦٩٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৯৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সুন্দর কথাও একটি সাদাকা বা দান বিশেষ।" (বুখারী ও মুসলিম)

٦٩٥-وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৬৯৫. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, "ভাল কাজের ক্ষুদ্রাংশকেও অবজ্ঞা করো না। যদিও তা তোমরা ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত।" (মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ بَيَانِ الْكَلَامِ وَأَيْضَاحِهِ لِلْمُخَاطِبِ وَتَكْرِيْرِهِ لِيَفْهَمَ اِذَا لَمْ يَفْهَمْ اِلَّا بِذٰلِكَ

অনুচ্ছেদঃ শ্রোতার বোঝার সুবিধার্থে কোন কথা একাধিকার বার বলা ও ব্যাখ্যা করা।

٦٩٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৬৯৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়ম ছিল। তিনি যখন মুখ দিয়ে কোন কথা বের করতেন, তিন তিনবার তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন। ফলে শ্রোতা খুব ভালভাবেই তা বুঝে নিতে পারত। যখন তিনি কেন কাওমের (গোত্র) নিকট আসতেন, তাদের সালাম করতেন। এবং একাদিক্রমে তিন তিন বার সালাম করতেন। (বুখারী)

٦٩٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ كَلَامُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৬৯৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কথা বলতেন, খুব স্পষ্ট পরিষ্কার ও আলাদা আলাদাভাবে বলতেন। শ্রোতাদের সবাই তা হৃদয়ংগম করে নিতে পারত। (আবু দাউদ)

بَابُ اِصْغَاءِ الْجَلِيْسِ لِحَدِيْثِ جَلِيْسِهِ الَّذِيْ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَاِسْتِنْصَاتِ

الْعَالِمِ الْوَاعِظِ

অনুচ্ছেদঃ সংগীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে শ্রোতাদের নিরব করা।

٦٩٨– عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৯৮. হযরত জারির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে আমাকে বলেছিলেন ঃ লোকদের নিরব করে দাও। (আমি সমবেত জনমন্ডলীকে নিরব করিয়ে দিলাম।) তারপর তিনি বললেন ঃ দেখো, আমার পরে তোমরা আবার কাফিরদের নীতি অবলম্বন করো না। এভাবে যে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের ঘাড় মট্‌কাতে শুরু করে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْوَعْظِ وَالْاِقْتِصَادِ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াজ নসিহত করা ও তাতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (النحل : ١٢٥)

“তুমি তোমরা রবের প্রতি লোকদের আহ্বান কর– হিক্‌মত ও সুন্দর এবং আকর্ষণীয় উপদেশের দ্বারা।” (সূরা নাহল : ১২৫)

٦٩٩– عَنْ أَبِيْ وَائِلَ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُذَكِّرُنَا فِيْ كُلِّ خَمِيْسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتَ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعِيْ مِنْ ذٰلِكَ أَنِّيْ أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَإِنِّيْ أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৬৯৯. হররত আবু ওয়াইল শাকিক ইব্‌ন সালমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন মাসউদ (রা) প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে একবার আমাদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ ও নসিহত করতেন। একজন তাকে বলল ঃ হে আবু আবদুর রহমান। আমার নিকট এটার পসন্দনীয় যে, আপনি প্রত্যেক দিন আমাদের ওয়াজ ও নসিহত করবেন। তিনি বললেন ঃ দেখো, প্রত্যেক দিন ওয়াজ করার পথে আমার জন্য এটাই একমাত্র বাধা যে, পাছে তোমরা বিরক্ত হয়ে না যাও! বস্তুত

সেটা আমি পসন্দ করি না। আমি তোমাদের উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে সে নীতিই অনুসরণ করে থাকি যে নীতি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বেলায় প্রয়োগ করতেন। আর তিনি লক্ষ্য রাখতেন, পাছে আমরা যেন বিরক্ত না হয়ে যাই।(বুখারী ও মুসলিম)

٧٠٠ - وَعَنْ أَبِيْ الْيَقْظَانِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ طُوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيْلُوْا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوْا الْخُطْبَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭০০. হযরত আবুল ইয়াকযান আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ দীর্ঘ নামায ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ ব্যক্তি বিশেষের দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও দূরদর্শিতারই পরিচায়ক। কাজেই তোমরা নামাযকে দীর্ঘ কর ও বক্তৃতা ভাষণকে সংক্ষিপ্ত কর। (মুসলিম)

٧٠١ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا أُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ، فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ! فَقُلْتُ : وَاثُكْلَ أُمِيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ إِلَىَّ؟ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ! فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِى لٰكِنِّى سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبِأَبِيْ هُوَ وَأُمِّى ، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ ،فَوَ اللّٰهِ مَا كَهَرَنِىْ وَلَا ضَرَبَنِىْ وَلَا شَتَمَنِىْ ، قَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ؟ قَالَ : فَلَا تَأْتِهِمْ قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ؟ قَالَ : ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِىْ صُدُوْرِهِمْ ، فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭০১. হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন হিকাম সালামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নামায পড়ছিলাম। এমন সময় এক নামাযী হাঁচি দিল। শুনে আমি বললাম, 'ইয়ারহামু কাল্লাহ–আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন'! এতে অন্যান্য মুসল্লীরা আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। আমি বললাম ঃ তোমরা মা-হারা হও! তোমাদের কি হল? তোমরা আমার প্রতি এভাবে তাকাচ্ছো কেন? একথা শুনে তারা তাদের উরুতে হাত চাপড়াতে লাগল। আমি যখন বুঝলাম তারা আমাকে নিরব করে

দিতে চাচ্ছে (আমার খুব রাগ হল।) অবশ্য আমি নিবর হয়ে গেলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করলেন। তার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আমি তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাউকে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে তাঁর চাইতে ভালও উৎকৃষ্ট শিক্ষক আর দেখিনি। আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে কোনরূপ তিরস্কার করলেন না। আমাকে মারলেনও না। এবং কোন মন্দও বললেন না। তিনি (শুধু এতটুকু) বললেন ঃ দেখ, নামাযের মধ্যে মানবীয় কথাবার্তার কোন অবকাশ নেই। নামায তো হচ্ছে তাস্‌বীহ ও কুরআনের তিলাওয়াতের সমষ্টি বৈ নয়। অথবা অনুরূপ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবেমাত্র আমি জাহিলিয়াতের যুগ ছেড়ে এসেছি। এবং আল্লাহ আমাদের ইসলাম কবুলের তাওফিক দিয়েছেন। আমাদের অনেকে (এখনো) ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যেয়ে থাকে। তিনি বললেন ঃ না, তাদের নিকট যেয়ো না। আমি বললাম ঃ আমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা শুভ-অশুভের নিদর্শনে বিশ্বাস করে থাকে। তিনি বললেন ঃ এসব জিনিস তোমাদের অন্তরে যাওয়া আসা করে । তবে এটা যেন তোমাদের (কোন কাজ করা বা না করা থেকে) বিরত না রাখে। (মুসলিম)

٧٠٢- وَعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ ، وَذَرِفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَدْ سَبَقَ بِكَمَالِهِ فِىْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ ، وَذَكَرْنَا أَنَّ التِّرْمِذِىَّ -

৭০২. হযরত ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার) আমাদের উদ্দেশ্যে এরূপ বক্তৃতা করলেন যে, আমাদের অন্তর কেঁপে গেল। চোখে থেকে অশ্রু প্রবাহিত হল ...। এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন। এ হাদীস সুন্নাতের রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ শীর্ষক অনুচ্ছেদ এর আগে একবার বর্ণিত হয়েছে। (তিরমিযী)

بَابُ الْوَقَارِ وَالسَّكِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভাব-গম্ভীরতা ও ভারিক্কীপনা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا (الفرقان : ٦٣)

"দয়াময় আল্লাহর খাস বান্দা তারা, যারা যমীনের বুকে বিনয়ের সাথে চলা-ফেরা করে। আর অজ্ঞ মুর্খেরা তাদের সাথে কথা বলতে আসলে তাদের ...ল দেয় সালাম।" (সূরা ফুরকান ঃ ৬৩)

٧٠٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى تُرَى مِنْهُ لَهَوَاتُهُ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭০৩. হযারত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কখনো এতখানি মুখ ভরে হাসতে দেখিনি যাতে তাঁর পবিত্র মুখের আভ্যন্তরীন অংশ প্রকাশ পায়। তিনি মুচকী হাসতেই অভ্যস্ত ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّدْبِ إِلَى إِتْيَانِ الصَّلَاةِ وَالْعِلْمِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ -

অনুচ্ছেদঃ নামায, জ্ঞানার্জন ও যাবতীয় ইবাদতে গাম্ভির্যতা ও ধীরস্থিরতা বজায় রাখা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ (الحج : ٣٢)

"যে আল্লাহর দীনের নিদর্শন সমূহের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে, তার জানা উচিত, এটা আল্লাহকে অন্তর থেকে ভয় করে চলারই সুফল।" (সূরা হাজ্জ ঃ ৩২)

٧٠٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ لَهُ : فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ -

৭০৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন ঃ যখন নামাযের ইকামত হয়ে যায়, তোমরা নামাযের জামা'আতে শামিল হওয়ার উদ্দেশ্যে দৌড়ে এসো না। বরং তোমরা স্বাভাবিক ধীরস্থিরভাবে নিশ্চিন্তে এসো। (জামা'আতের সাথে) যটুকু পাও, পড়ে নাও। আর যেটুকু না পাও (শেষে) পূর্ণ করে নাও।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীসের উদ্ধৃত করেছেন। মুসলিম তার এক বর্ণনায় এটুকু বাড়িয়ে বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ার সংকল্প করে, যখন থেকেই সে নামাযের মধ্যে পরিগণিত হয়।"

٧٠٥- وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيْدًا وَصَوْتًا لِلْإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَإِنَّ لَيْسَ بِالْإِيْضَاعِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ بَعْضَهُ -

৭০৫. হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আরাফাতের দিন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ফিরছিলেন। এমন সময় পিছনের দিকে তিনি (প্রাণীকে) সজোরে আঘাত করার, মারার ও উটের আওয়ায এবং শোরগোল শুনতে পেলেন। তিনি তাদের প্রতি নিজের চাবুক নেড়ে ইশারায় বললেন ঃ ওহে লোকরা! তোমাদের জন্য শান্তশিষ্টভাবে চলা অপরিহার্য কর্তব্য। তাড়াহুড়া করা ও দ্রুত চলাতে কোন নেকি বা কল্যাণ নেই।

বুখারী এটা রিওয়ায়েত করেছেন। এর কিছু অংশ মুসলিম ও বর্ণনা করেছেন।

بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের সাদর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ، إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا، قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ، فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ: أَلَا تَأْكُلُوْنَ (الذاريات: ٢٤ ٢٧)

"হে নবী ইব্‌রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী তোমার নিকট পৌঁছেছে কি? তারা যখন তার নিকট এল, বলল ঃ আপনাকে সালাম ঃ সে বলল, আপনাদের ও সালাম।(আর বলতে লাগল) কিছুটা অপরিচিত লোক যেন এরা। পরে সে চুপচাপ তার ঘরের লোকদের নিকট চলে গেল। এবং একটা মোটা তাজা বাছুর নিয়ে এসে মেহমানদের সামনে পেশ করে দিল। সে বলল ঃ আপনারা খাচ্ছেন না কেন?" (সূরা যারিয়াত ঃ ২৪- ২৭)

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُوْنَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِيْ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ (هود: ٨)

"তার সম্প্রদায় তার নিকট উদভ্রান্ত হয়ে ছুটে এল এবং পূর্ব থেকে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, এরা আমার কন্যা। তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। আল্লাহকে ভয় কর। আমার মেহমানদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই?"(হূরা হূদ ঃ ৭৮)

٧٠٦- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭০৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে ইজ্জত ও সাদর আপ্যায়ন করে। যে আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর আস্থা রাখে, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে। যে আল্লাহ ও পরকালের দিবসের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথায় নিরব থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٠٧- وَعَنْ أَبِى شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو الْخُزَاعِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوْا : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ أَخِيْهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ يُقِيْمُ عِنْدَهُ وَلَاشَىْءَ لَهُ يَقْرِيْهِ بِهِ -

৭০৭. হযরত আবু শুরাইহ খুয়াইলিদ ইব্‌ন আমর খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন ঃ যে আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে, যে যেন তার মেহমানকে ইয্‌যত ও সাদর আপ্যায়ন করে তার হক আদায় সহকারে । সাহায়ে কেরাম (রা) বললেন, তার হক্‌ বলতে কি বোঝায়, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ একদিন ও একরাত (তার পূর্ণ সমাদর ও যত্ন করবে) মেহমানদারীর সীমা হল তিনদিন। এর চাইতে অতিরিক্ত করা সাদাকা স্বরূপ। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের নিকট সে পরিমাণ সময় (মেহমান হিসেবে) অবস্থান করা হালাল নয় যা তাকে গুনাহগার বানিয়ে দেবে। সাবাবায়ে কেরাম (রা) বললেন ঃ তাকে গুনাহগার বানিয়ে দেবে কিরূপে? তিনি বললেন ঃ তা এভাবে যে, সে তার নিকট অবস্থান করতে থাকবে। অথচ তার নিকট এমন কোন জিনিসই নেই, যা দিয়ে সে তার মেহমানদারী করবে।

بَابُ اِسْتِحْبَابِ التَّبْشِيْرِ وَالتَّهْنِئَةِ بِالْخَيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সুসংবাদ ও মুবারকবাদ দেয়া সম্পর্কে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ (الزمر: ١٧ ١٨)

"অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদের যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা ভাল তা গ্রহণ করে।" (সূরা যুমার ঃ ১৭-১৮)

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُقِيْمٌ

وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ (فصلت: ٣٠)

"তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত ও সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী সুবিন্যস্ত রয়েছে।

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ (الصافات: ١٠١)

"আমরা তাকে সুসংবাদ দিলাম এক পরম ধৈর্যশীল সন্তানের।" (সূরা সাফ্ফাত ঃ ১০১)

"তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর জান্নাতের যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের সাথে কথা হয়েছিল।" (সূরা হামীম-আস- সাজ্দা ঃ ৭৩)

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى (هود: ٦٩)

"আমার ফিরিশ্তারা ইব্রাহীমের নিকট আসল সুসংবাদ বার্তা নিয়ে।" (সূরা হূদ ঃ ৬৯)

وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوْبَ (هود ٧١)

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى (ال عمران: ٣٩)

"ফিরিশ্তারা আহবান করল– যখন সে (যাকারিয়া) মিহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল– আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন।" (সূরা আল ইমরান ঃ ৩৯)

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ (ال عمران: ٤٥)

"যখন ফিরিশ্তারা বলল ঃ হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে তার নিজের এক 'বাণীর' সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইব্ন মরিয়ম।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৫)

٧٠٨- وَعَنْ أَبِىْ إِبْرَاهِيْمَ وَيُقَالُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَشَّرَ خَدِيْجَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَصَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭০৮. হযরত আবু ইব্‌রাহীম অথবা আবু মুহাম্মদ অথবা আবু মু'আবীয়া (তাঁর এই তিনটি ডাকনাম উল্লেখিত হয়েছে) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজা (রা) জান্নাতে মুক্তা নির্মিত একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছেন যাতে কোনরূপ আওয়াযের প্রতিধ্বনি বা শোলগোল হবে না। আর কোনরূপ অবসাদ ও পেরেসানীও হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٠٩- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِىْ بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: لأَلْزَمَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلأَكُوْنَنَّ مَعَهُ يَوْمِىْ هٰذَا فَجَاءَ الْمَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا: وَجَّهَ هٰهُنَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيْسَ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ حَتَّى قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيْسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمْ فِىْ بِئْرٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لأَكُوْنَنَّ بَوَّابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْيَوْمَ فَجَاءَ أَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ: أَبُوْ بَكْرٍ، فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ هٰذَا أَبُوْبَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ: فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِىْ بَكْرٍ: ادْخُلْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ. فَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَمِيْنِ النَّبِىِّ ﷺ مَعَهُ فِى الْقُفِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِىْ يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِىْ فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلاَنٍ يُرِيْدُ أَخَاهُ خَيْراً يَأْتِ بِهِ، فَإِذَا إِنْسَانَ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: هٰذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ:

ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ : فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَعْنِى أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ : عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ : عَلٰى رِسْلِكَ ، وَجِئْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ "ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ الْجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيْبُهُ" فَجِئْتُ فَقُلْتُ ادْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيْبُكَ . فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وِجَاهَهُمْ اشِقِّ الْاٰخَرِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَأَوَّلْتُهَا قُبُوْرَهُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭০৯. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজের ঘরে অযূ করলেন, তারপর বেরিয়ে পড়লেন। বললেন ঃ আজ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংগ নেব এবং সারাদিন তাঁর সাথেই কাটাব। এই ভেবে হযরত আবূ মূসা (রা) মসজিদে এলেন। সেখানে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবায়ে কিরাম ইশারায় বললেন ঃ তিনি ওদিকে গেছেন। হযরত আবু মূসা (রা) বলেন ঃ আমি তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে রওনা করলাম। এবং তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে করতে সামনে অগ্রসর হলাম। ততক্ষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বি'রে আরিসে (আরিস নামক কূপের এলাকা) প্রবেশে করেছেন। আমি দরজায় কাছে বসে পড়লাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজত সের অযূ করলেন। আমি উঠে তাঁর দিকে গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি আরিস কূপের মধ্যে পদদ্বয় ঝুলিয়ে দিয়ে বসে রয়েছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর ফিরে এসে দরজায় বসে পড়লাম। মনেমনে বললাম ঃ আজ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাররক্ষী হব। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা) এসে দরজায় টোকা দিলেন। আমি বললাম ঃ কে? বললেন ঃ (আমি) আবু বকর। আমি বললাম ঃ অপেক্ষা করুন। এই বলে আমি চলে গেলাম। বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু বকর (রা) এসেছেন। আসার জন্য অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন ঃ আসার অনুমতি দাও। সেই সাথে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ ও জানিতে দাও। আমি সেখান থেকে ফিরে এসে আবু বকরকে বললাম আসুন। আর হ্যাঁ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। হযরত আবু বকর (রা) প্রবেশ করলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথেই তাঁর ডান পাথে বসে পড়লেন। তিনিও অনুরূপ উভয় হাঁটুর নিম্নদেশ অনাবৃত করে কূপের ভেতরে পাদুটি ঝুলিয়ে দিলেন, যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। আমি ফিরে এসে বসে পড়লাম। আমি আমার ভাইকে ছেড়ে এসেছিলাম। তিনি তখন অযূ করছিলেন। এবং আমার পর পরই আসার কথা ছিল। আমি মনে মনে বললামঃ

যদি আল্লাহ মঙ্গল চান, তাহলে এ মুহূর্তে তাকে নিয়ে আসবেন। এমন সময় কে যেন দরজা নাড়া দিল। আমি বললাম ঃ কে? বললেন ঃ উমর ইবন খাত্তাব (রা)। বললাম ঃ একটু দাঁড়ান। এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলাম। তাঁকে সালাম জানালাম। বললাম ঃ উমর (রা) এসেছেন। আসার অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেন ঃ আসতে বল। আর তাকে জান্নাতের খোশখবরী শুনিয়ে দাও। আমি উমরের নিকট এসে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে আসার অনুমতি দিয়েছেন। আর তিনি আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন। হযরত উমর (রা) প্রবেশ করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাম পাশে বসলেন। তিনিও কূপের চত্বরে বসে কূপের ভেতর পাদুটি ঝুলিয়ে দিলেন। আমি ফিরে এস বসে পড়লাম। এবারো মনে মনে বললাম ঃ আল্লাহ যদি অমুকের । অর্থাৎ (তার ভায়ের) কল্যাণ ও ভাল চান, তাহলে তাকে পাঠিয়েই দেবেন। এমন সময় এক লোক এসে দরজা নাড়া দিল। আমি বললাম কে? বললেন ঃ উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)। আমি বললাম ঃ একটু দাঁড়ান। এই বলে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এলাম। তাঁকে উসমানের সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন ঃ তাকে আসার অনুমতি দাও এবং জান্নাতের ও সুসংবাদ দাও। কিছু বিপদ মুসিবতের সাথেও তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হবে। আমি এসে তাঁকে বললাম ঃ ভেতরে আসুন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন আর বলেছেন যে, সাথে কিছু বিপদ মুসিবতেও পড়তে হবে আপনাকে। তিনিও প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন চত্বর পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তিনি অপর অংশের সামনের দিকে বসে পড়লেন। সাঈদ ইবন মুসাইয়্যেব বলেন ঃ তিন জনের এক জায়গায় বসার তাৎপর্য হল ঃ তাঁদের কবর একই জায়গায় হবে এটা ছিল তারই ইংগিত। (বুখারী ও মুসলিম)

٧١٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ :كُنَّا قُعُوْدًا حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ مَعَنَا أَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا وَخَشِيْنَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُوْنَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتَ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى أَتَيْتَ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجِدَ ، فَإِذَا رَبِيْعَ يَدْخُلُ فِيْ جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَهُ وَالرَّبِيْعُ : الْجَدْوَلُ الصَّغِيْرُ" فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أَبُوْ هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : مَا شَأْنُكَ : قُلْتُ : كُنْتُ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا فَقُمْتُ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِيْنَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتَ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَأَتَيْتُ هٰذَا

الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ ، وَهَؤُلاَءِ النَّاسُ وَرَائِيْ ، فَقَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَعْطَانِيْ نَعْلَيْهِ فَقَالَ : إِذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ ، فَمَنْ لَقِيْتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চার পাশে বসা ছিলাম। হযরত আবু বকর ও উমর রাদিআল্লাহু আনহুমাও আমাদের সাথে একই মজলিসে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে থেকে উঠলেন এবং বাইরে চলে গেলেন। তাঁর ফিরতে বেশ বিলম্ব হচ্ছিল। আমাদের আশংকা হল, আমাদের অনুপস্থিতিতে তার কোন বিপদ ঘটে না যায়। আমরা তাই সবাই ঘাবড়ে গেলাম। আমরা সবাই উঠে পড়লাম। আমিই সবার আগে এ ব্যাপারে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। খুঁজতে খুঁজতে আমি বনী নাজ্জারের এক আনসারীর বাগানের বেষ্টনির নিকট এসে পৌছলাম। দরজার সন্ধানে আমি তার চুতর্দিকে ঘুরলাম কিন্তু (ঘাবড়ে যাবার কারণে) কোনো দরজা পেলাম না। এ সময় একটি ছোট নহর আমার চোখে পড়ল। যেটি বাইরের একটি কূপ থেকে বাগানের মধ্যে চলে গিয়েছে। আমি সংকুচিত হলাম এবং (ঐ নহরের মধ্য দিয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হাযিল হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আবু হুরায়রা? আমি বললাম ঃ হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তা কি সংবাদ তোমার? আমি বললাম ঃ আপনি আমাদের সামনে বসা ছিলেন। সেখান থেকে উঠে গেলাম। আমাদের নিকট ফিরতে আপনার দেরী হতে থাকে। আমরা শংকিত হয়ে পড়ি পাছে আমাদের অনুপস্থিতিতে আপনার কোন বিপদ ঘটে না যায়। আমরা তাই ঘাবড়ে গেলাম, আমিই সবার আগে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমি এ বাগানের বেষ্টনী পর্যন্ত এসে পৌছলাম। আমি সংকুচিত হলাম। যেরূপ শৃগাল সংকুচিত হয়ে থাকে। তাপর বাগানে ঢুকলাম। বাকি লোক আমার পেছনে রয়েছে। (অর্থাৎ তারাও আসছে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আবু হুরায়রা! তারপর আমাকে তাঁর জুতা দু'খানা দিলেন। আর বললেন ঃ আমার জুতা দু'টি নিয়ে যাও। এ বাগানের বাইরে গিয়ে যার সাথে তোমার (প্রথম) সাক্ষাত হবে এবং সাক্ষ্য দিলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'– আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই একথার সাক্ষ্য দেবে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। এরপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। (মুসলিম)

٧١١- وَعَنْ أَبِيْ شُمَاسَةَ قَالَ : حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، وَهُوَ فِيْ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيْلاً ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُوْلُ : يَا أَبَتَاهُ ، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا ؟ أَمَا

بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَذَا؟ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : أَنْ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلاَثٍ ، لَقَدْ رَأَيْتَنِى وَمَا أَحَدَ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّى وَلاَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُوْنَ قَدْ إِسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ ، فَلَوْمُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا جَعَلَ اللّٰهُ الْإِسْلاَمَ فِىْ قَلْبِى اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : ابْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلاَ بَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ فَقَبَضْتُ يَدِىْ ، فَقَالَ : مَالَكَ يَا عَمْرَو؟ قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ : تَشْتَرِطَ مَاذَا؟ قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَلِىْ ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمَ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، وَلاَ أَجَلَ فِىْ عَيْنِىْ مِنْهُ ، وَمَا كُنْتُ أُطِيْقُ أَنْ أَمْلأَ عَيْنِىْ مِنْهُ إِجْلاَلاً لَهُ ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ ، لأَنِّى لَمْ أَكُنْ أَمْلأَ عَيْنِىْ مِنْهُ ، وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ وَلِيْنَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِىْ مَا حَالِىْ فِيْهَا؟ فَإِذَ، أَنَا مُتُّ فَلاَ تَصْحَبَنِّى نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُوْنِىْ ، فَشُنُّوْا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ، ثُمَّ أَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِىْ قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُوْرٌ ، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا ، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ ، وَأَنْظُرَ مَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّىْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭১১. হযরত ইব্‌ন শামাসাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমর ইব্‌ন আসের নিকট হাযির হলাম। তিনি ছিলেন তখন মুমূর্ষাবস্থায়– মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর। তিনি বহুক্ষণ যাবত কাঁদতে থাকেন। এবং তাঁর চেহারা দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে নেন। এ অবস্থা দেখে তাঁর পুত্র তাঁর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন ঃ আব্বাজান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আপনাকে এরূপ সুসংবাদ দেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেননি? তারপর তিনি মুখ ফেরালেন এবং বললেন ঃ আমাদের জন্য সর্বোত্তম পুঁজি হল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ – আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল'– এ কথার সাক্ষ্যদান। বস্তুত জীবনে আমি তিন তিনটি পর্যায় অতিক্রম করেছি। আমার জীবনের এমন একটি পর্যায়ও ছিল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাইতে আর কারো প্রতি আমার এতো বেশি কঠোর বিদ্বেষ

ও শত্রুতা ছিল না। আওতায় পেলে তাঁকে হত্যা করে ফেলার চাইতে বেশি প্রিয় আর কিছু আমার নিকট ছিল না। ঐ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত, তাহলে আমি নিশ্চিত জাহান্নামী হতাম। আল্লাহ্ যখন আমার অন্তরে ইসলামের মনোভাব ও আর্কষণ জাগ্রত করে দিলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লামের নিকট এলাম। এসে বললাম ঃ আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন। আমি আপনার নিকট বাই'আত গ্রহণ করতে চাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ডান মুবারক হাত দরায করে দিলেন। এবারে আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি বললেন ঃ কি ব্যাপার আম্‌র? আমি বললাম ঃ আমি একটি শর্ত করতে চাই। তিনি বললেন ঃ তা কি শর্ত করতে চাও তুমি? বললাম ঃ আমাকে যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়, তিনি বললেন ঃ 'আম্‌র, তোমার কি জানা নেই যে ইসলাম পূর্ব জীবনের যাবতীয় গুনাহ মিটিয়ে দেয়? আর হিজরত, হিজরত-পূর্ব সকল গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়? (যাই হোক) এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বাই'আত গ্রহণ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাইতে অধিক প্রিয় আমার নিকট আর কেউ রইল না। আমার চোখে তাঁর চাইতে মর্যাদাবান ও আর কেউ থাকল না। তাঁর অপরিসীম মর্যাদা-গম্ভীর্যের দরুন আমি চোখ ভরে তাঁর প্রতি তাকতে পর্যন্ত পারতাম না। ফলে আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আকৃতি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তার বর্ণনা দিতেও আমি অক্ষম ছিলাম। এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত, তবে আমার জান্নাতী হবার নিশ্চিত আশা ছিল। এরপর আমাদের অনেক যিম্মাদারী মাথায় নিতে হয়। জানি না, সেসব ব্যাপারে আমার অবস্থা কি দাঁড়ায়। যাই হোক, আমার যখন মৃত্যু হয়ে যাবে, আমার জানাযায় যেন কোন বিলাপকারিনী ও আগুনের সংশ্রব না থাকে। আমাকে যখন দাফন করবে, আমার কবরে অল্প অল্প করে মাটি ফেলবে। এরপর আমার চারপাশে এ পরিমাণ সময় অবস্থান করবে, যে সময়ের মধ্যে কোন উট যবাই করে তার গোশ্‌ত বণ্টন করা যায়। যাতে আমি তোমাদের ভালবাসা ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। এবং আমার রবের পাঠানো ফিরিশ্‌তাদের সাথে কি ধরনের বাক-বিনিময় হয়, তা জেনে নিতে পারি। (মুসলিম)

بَابُ وَدَاعِ الصَّاحِبِ وَوَصِيَّتِهِ عِنْدَ فِرَاقِهِ لِسَفَرٍ وَغَيْرِهِ وَالدُّعَاءُ لَهُ وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ সংগীকে বিদায় দেয়া, বিদায়কালে পরস্পরের জন্য দু'আ ও অসিয়ত করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة: ١٣٢، ١٣٣]

“আর ইব্‌রাহীম ও ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রদের নির্দেশ দিয়ে বলেছিল ‘হে আমার পুত্ররা, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং মুসলিম (আত্মসমর্পনকারী) না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না। ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রদের জিজ্ঞেস করেছিল, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদাত করবে? তারা তখন বলেছিল, আমরা আপনার এক আল্লাহর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ও ইস্‌হাকের আল্লাহরই ইবাদাত করব। আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পনকারী। (সূরা বাকারা ঃ ১৩২ - ১৩৩)

٧١٢- فَمِنْهَا حَدِيْثُ زَيْدِبْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الَّذِيْ سَبَقَ فِيْ بَابِ إِكْرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْنَا خَطِيْبًا ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ووَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُوْلُ رَبِّيْ فَأُجِيْبَ ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ : أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدَى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ ، وَرَغَّبَ فِيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَهْلُ بَيْتِيْ ، أُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭১২. আর হাদীসের ব্যাপারে বলা হয়, এ প্রসংগে হযরত যায়িদ ইব্‌ন আরকামের হাদীস উল্লেখযোগ্য, যা ইতিপূর্বে আহলে বাইতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর লোকদের উপদেশ দিলেন এবং সাওয়াব ও আযাবের ব্যাপারটি স্মরণ করিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ হে লোকেরা! জেনে রাখ, আমিও মানুষ। অচিরেই আমার রবের পক্ষ থেকে মৃত্যু দূত (আযরাইল (আ) এসে হাযির হবে। আমিও আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে যাব। আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি। একটি হল আল্লাহর কিতাব (কুরআন শরীফ)। যার মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে হিদায়াত ও সঠিক পথের দিশা এবং নূর ও আলোকে বর্তিকা, তোমরা আল্লাহর কিতাবকে মযবুতভাবে ধারণ করবে ও তার বিধানকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। এরপর তিনি আল্লাহর কিতাবের প্রতি লোকদের উদ্বুদ্ধ করলেন এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। তারপর বললেন ঃ দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আমার ‘আহলে বাইত্’-পরিবারের লোকজন। আমার আহলে বাইত্ সম্পর্কে আমি তোমাদের আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এবং এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি। (মুসলিম)

٧١٣- وَعَنْ أَبِيْ سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً

وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِيْمًا رَفِيْقًا، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ : ارْجِعُوْا إِلَى أَهْلِيْكُمْ ، فَأَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَصَلُّوْا صَلَاةَ كَذَا فِيْ حِيْنَ كَذَا وَصَلُّوْا كَذَا فِيْ حِيْنَ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

زَادَ الْبُخَارِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ لَهُ وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ -

৭১৩. হযরত সুলাইমান মালিম ইব্‌ন হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এলাম। আমরা সবাই ছিলাম যুবক ও সমবয়সী। আমরা বিশ দিন যাবত তাঁর নিকট অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত ও স্নেহশীল। তাই তিনি ভাবলেন, আপন জনদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য বুঝি আমাদের আগ্রহ জন্মেছে। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, পরিবারে আমরা কাদের ছেড়ে এসেছি? এবং তাদের হাল অবস্থা কি? আমরা সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জানালাম। তিনি বললেন ঃ যাও, তোমরা গিয়ে তোমাদের পরিবার পরিজনদের সাথে অবস্থান করো। তাদেরকে দীনের তালিম দাও। তার ওপর আমল করার জন্য তাদের আদেশ করো, এবং নামায পড়ো এরূপভাবে এরূপ সময়ে। নামায পড়ো এরূপভাবে এরূপ সময়ে। নামাযের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের একজন আযান দেবে। এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যে, সে ইমামতি করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম বুখারী তাঁর এক রিওয়ায়েতে এটুকু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন ঃ 'তোমরা নামায পড়ো, যেরূপ আমাকে তোমরা নামায পড়তে দেখেছো।'

٧١٤- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ ، فَأَذِنَ وَقَالَ : لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ : فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ لِيْ بِهَا الدُّنْيَا -

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ : أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ فِيْ دُعَائِكَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৭১৪. হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরা করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। সাথে এও বললেন, প্রিয় ভাইটা আমার, দো'আর বেলায় আমাদের ভুলে না যেন! তিনি এমন বাক্য উচ্চারণ করলেন, যার বিনিময়ে সমগ্র দুনিয়া অর্জন করাটাও আমার নিকট আনন্দদায়ক (বিবেচিত) নয়।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন ঃ ভাইয়া, আমাদেরও তোমার দো'আয় শরীক রেখো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧١٥- وَعَنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا : ادْنُ مِنِّى حَتَّى أُوَدِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوَدِّعُنَا ، فَيَقُوْلُ : أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৭১৫. হযরত সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) ভ্রমণেচ্ছু লোকের উদ্দেশ্যে বলতেন ঃ আমার নিকটবর্তী হও। যাতে আমি তোমাকে বিদায় দিতে পারি। যেরূপ বিদায় দিয়ে থাকতেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আমাদের বিদায় দেয়ার সময় বলতেন ঃ 'আসতাওদি'উল্লাহা দীনাকা ----' আমি তোমার দীন তোমার আমানত ও তোমার শেষ আমলকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি। (তিরমিযী)

٧١٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِىِّ الصَّحَابِىِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَدِّعَ الْجَيْشَ قَالَ : أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتِكُمْ ، وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدُ -

৭১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযিদ খাত্‌মী সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন সেনাবাহিনীকে বিদায় দেয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতনে ঃ 'আসতাওদি'উল্লাহা দীনাকুম -----' আমি তোমাদের দীন, তোমাদের আমানত ও তোমাদের আখেরী আমল সমূহকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি। (আবু দাউদ)

٧١٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى أُرِيْدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِى فَقَالَ : زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوَى " قَالَ : زِدْنِى ، قَالَ : وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِى ، قَالَ : وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৭১৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সফরে যেতে চাই, আমাকে কিছু সামান (অর্থাৎ দু'আ করে) দিন। তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ তোমাকে তাক্ওয়া ও আল্লাহভীতি সামান দান করুন।! সে বলল ঃ আরো কিছু দু'আ করুন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তোমরা গুনাহ্ মাফ করুন। সে বলল ঃ আরো বৃদ্ধি করুন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমার কল্যাণকে সহজ করুন তুমি যেখানেই থাক না কেন। (তিরমিযী)

بَابُ الاِسْتِخَارَةِ وَالْمَشَاوَرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিখারা ও পরামর্শ করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران : ١٥٩)

"গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ (الشورى : ٣٨)

"তাদের কাজকর্ম পরিচালিত ও সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।" (সূরা শূরা ঃ ৩৮)

٧١٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاسْتِخَارَةَ فِيْ الْأُمُوْرِ كُلِّهَا كَالسُّوْرَةِ مِنَ الْقُرْآنِ . يَقُوْلُ : إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ، ثُمَّ لْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ،وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ "عَاجِلُ أَمْرِيْ وَآجِلَهُ : فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ . ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنْ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّلِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي ، وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ ، وَاقْدُرْلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ" - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৭১৮. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে আমাদের ইস্তিখারা করা সম্পর্কে এভাবে শেখাতেন যেরূপ কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের কোন কাজ করার সংকল্প করে সে দু'রাক'আত নফল নামায পড়ে নেয়। তারপর যেন নিম্নোক্ত দো'আ পড়ে। 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্তাখিরুকা' বি'ইলমিকা, ওয়া আস্তাক্দিরুকা বিকুদরাতিকা ------' হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কল্যাণ চাই তোমরা 'ইল্মের সাহায্যে'। তোমার নিকট শক্তি কামনা করি তোমার কুদ্রতের সাহায্যে তোমার নিকট অনুগ্রহ চাই তোমার মহা অনুগ্রহ থেকে। তুমি সর্বোপরি ক্ষমাতাবান। আমার কোন ক্ষমতা নেই। তুমি সর্বজ্ঞ। আমি কিছু জানি না। তুমি সকল গোপন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। হে আল্লাহ তোমার ইল্মে যদি একাজ– যা আমি

করতে চাই– আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও কর্মফলের দিক থেকে (অথবা তিনি নিম্নোক্ত শব্দগুলো বলেছিলেন) উক্ত কাজ দুনিয়া ও আখিরাতের দিক থেকে ভাল হল, তাহলে তা তা করার শক্তি আমাকে দাও। সে কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। এবং তাতে আমার জন্য বরকত দাও। পক্ষান্তরে তোমার ইলমে উক্ত কাজ যদি আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও কর্মফলের দিক থেকে (অথবা বলেছিলেন) দুনিয়া অথবা পরকালের দিক থেকে মন্দ হয়, তাহলে আমার ধ্যান-কল্পনা উক্ত কাজ থেকে ফিরিয়ে নাও। তার খেয়াল আমার অন্তর থেকে দূরীভূত করে দাও। আমার জন্য যেখানেই ভাল ও কল্যাণকর রয়েছে তার ফায়সালা করে দাও। এবং আমাকে তারই ওপর সন্তুষ্ট করে দাও। এরপর নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করবে। (বুখারী)

بَابُ اسْتِحْبَابِ الذَّهَابِ إِلَى الْعِيْدِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَالْحَجِّ وَالْغَزْ وَالْجَنَازَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ طَرِيْقٍ وَالرُّجُوْعِ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ لِتَكْثِيْرِ مَوَاضِعِ الْعِبَادَةِ-

অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহ, রুগী দেখা, হজ্জ, জিহাদ, জানাযার নামায ও অনুরূপ কাজে যাওয়া ও আসায় পৃথক পৃথক রাস্তা অবলম্বন করা।

٧١٩- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৭১৯. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিয়ম ছিল ঃ তিনি এক রাস্তায় ঈদগায়ে যেতেন। আরেক রাস্তায় সেখান থেকে ফিরতেন। (বুখারী)

٧٢٠- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭২০. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'তারিকে শাজারাহ' দিয়ে বের হতেন এবং 'তারিকে মু'আররাস্' দিয়ে প্রবেশ করতেন। আর তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করতেন, তখন 'সানিয়ায়ে উলিয়া' দিয়ে প্রবেশ করতেন। আর বের হওয়ার বেলায় 'সানিয়্যায়ে সুফ্লা' দিয়ে বের হতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَقْدِيْمِ الْيَمِيْنِ فِيْ كُلِّ مَاهُوَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সকল ভাল কাজ ডান হাত দিয়ে শুরু করা (যেমন– অযূ, গোসল, তায়াম্মুম, কাপড়, জুতা, মোজা, পায়জামা পরিধান, মসজিদে প্রবেশ করা, মিস্ওয়াক, সুরমা লাগানো, নখ কাটা, গোঁফ ছাটা, বগল পরিস্কার , মাথা মুন্ডানো, নামাযে সালাম ফিরানো, পানাহার, মুসাফাহা, কা'বায় রক্ষিত হাজরে আসওয়াদ চুম্বন, পায়খানা থেকে বের হওয়া, আদান-প্রদান ইত্যাদিতে। অবশ্য উল্লেখিত কাজগুলোর বিপরীতে বাম হাত ব্যবহার মুস্তাহাব। যেমন– থুথু, নাকের শ্লেষ্মা, পায়খানায় প্রবশে মসজিদে থেকে বের হওয়া, জুতা ও মোজা খোলা, পায়জামা ও পোষাক খোলা, ইস্তিনজা এবং ময়লাযুক্ত ইত্যাদি কাজ)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَيَقُوْلُ: هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ

(الحاقة : ١٩)

"যাকে আমলনামা ডানহাতে দেয়া হবে, সে আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠবে, লও আমার আমলনামা পড়ে দেখ"। (সূরা হাক্কাহ ঃ ১৯)

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ (الواقعة : ٨-٩)

"যারা দক্ষিণ পন্থী, তারা কতই না ভাল দক্ষিণ পন্থী। আর যারা বামপন্থী তারা কতই না খারাপ নিকৃষ্ট বামপন্থী"। (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ৮-৯)

٧٢١– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِىْ شَأْنِهِ : فِىْ طُهُوْرِ، وَتَرَجُّلِهِ : وَتَنَعُّلِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭২১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল কাজ ডান হাতের ব্যবহার পসন্দ করতেন। যেমন ঃ অযূতে, চুল-দাড়ি আঁছড়ানাতে ও জুতা পরতে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٢٢– وَعَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْيُمْنَى لِطُهُوْرِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى - رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدُ -

৭২২। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাত পবিত্রতা অর্জন ও খাবার গ্রহণে ব্যবহৃত হত, আর বাম হাতের ব্যবহার হত ইস্তিনজা ও নাপাক ময়লা জাতীয় কাজে। (আবূ দাউদ)

٧٢٣- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭২৩. হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা যয়নব (রা)-কে গোসল দেয়ার সময় তাদের (গোসল দানকারিনীদের) বলেছিলেন ঃ "তান ডান দিক থেকে এবং অযূর অংগসমূহ থেকে গোসল দেয়া শুরু কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

٧٢٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنٰى ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنٰى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন জুতা পরার ইচ্ছা করে, ডান দিক থেকে যেন শুরু করে। আর খুলতে চাইলে বাম দিক থেকে খোলা শুরু করে। যাতে ডান দিক (জুতা) পরার দিক থেকে প্রথম হয়। এবং বাম দিক হয় খোলার দিক থেকে শেষ। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٢٥- وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ يَمِيْنَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ ، وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذٰلِكَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৭২৫. হযরত হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদ্য গ্রহণ, পানি পান ও কাপড় পরিধানে ডান হাত ব্যবহার করতেন। এছাড়া অন্যান্য কাজে বাম হাত ব্যবহার করতেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٢٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوْا بِأَيَامِنِكُمْ - حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ -

৭২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন পোষাক পড়বে ও অযূ করবে, ডান দিক থেকে শুরু করবে। সহীহ হাদীস। আবু দাউদ তিরমিযী সহীহ সনদে রিওয়ায়েত করেছেন।

٧٢٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيْهِ النَّاسَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

وَفِيْ رِوَايَةٍ : لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ : نَاوَلَ الْحَلَّاقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ، ثُمَّ دَعَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ : احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ : أَقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ ـ

৭২৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় এলেন। পরে জামরায় এসে পাথর নিক্ষেপ করলেন। তারপর মিনায় তাঁর অবস্থান স্থলে এলেন ও কুরবানী করলেন। মাথা মুন্ডনকারীর নিকট এসে বললেন, লও (এখান থেকে শুরু কর) একই সাথে ডান দিকে ইশারা করে দেখালেন। ডান দিক শেষ হলে বাম দিকে ইশারা করলেন। তারপর লোকদের মধ্যে চুল বিতরণ করে দিতে লাগলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক রিওয়ায়েতে রয়েছে ঃ পাথর নিক্ষেপের পর তিনি কুরবানীর প্রাণী যবেহ করলেন। মাথা মুন্ডাবার ইচ্ছা করলে ক্ষৌরকারকে মাথার ডান অংশ ইশারায় দেখালেন। সে তা মুন্ডন শেষ কললে তিনি আবু তালহা (রা) আনসারীকে ডাকলেন এবং চুলগুলো তাঁকে দিয়ে দিলেন। তারপর ক্ষৌরকারকে মাথার বাম দিক ইশারা করে দেখালেন । বললেন (এবারে) এগুলো মুন্ডিয়ে দাও। সে তাও মুন্ডিয়ে দিল। চুলগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু তালহাকে দিয়ে দিলেন। বললেন ঃ এগুলো লোকদের মধ্যে বন্টন করে দাও।